চয়নিক



প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

পরিবর্দ্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ
১৩৪৩

২০।১, মদন মিত্র লেন, কলিকাতা
অগ্রগতি প্রিণ্টিং এণ্ড পাব্লিশিং ওয়ার্কস্‌
আশু চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

সূচীপত্র

চয়নিকা

অদ্বৈতবাদে সৃষ্টি

—:*:—

গগনের সেই সুদূর প্রান্ত
অনন্তের যেথা অন্ত।
দীপ্তমহিমা, চিদানন্দময়—
যেথা দেবলোক কান্ত॥
সেই দেবলোক মাঝে, অপূর্ব্ব পুরী বিরাজে
বিশ্বকেন্দ্র যেথা অবস্থিত।
গোলোক যাহার নাম, সর্ব্বজ্যেষ্ঠ যেই ধাম
যে নামেতে ভূবে পরিচিত॥
স্বর্গ, মর্ত্ত, রসাতল, রবি, শশী, তারাদল
সকলেরই সেই রাজধানী।
ব্রহ্মাণ্ডের সে ক্যাপিটাল, যেথা হ'তে অবিরল
বাহিরায় বিশ্বচালন বাণী॥

সৃষ্টি করণের পূর্ব্বে, একাত্মা একক যবে
ধ্যানে মগ্ন কাটাতেন কাল ॥
বিষয় অভাবে বিভু, নিজেই নিজের প্রভু
নিজে নিজ-ধ্যানেতে বিহ্বল ॥
একাগ্র নিজের ধ্যানে, জ্ঞান উপজিল মনে
কি অপার শক্তি নিজে আছে ।
নিরুদ্দেশ্য আত্মধ্যান, বৃথা, ত্যাজ্য, এই জ্ঞান
বিক্ষোভ আনিল চিত্ত মাঝে ॥
মিলি সে জ্ঞানের সহ, নিষ্কর্ম্মতা দুর্ব্বিষহ
সৃষ্টি ইচ্ছা জন্মাইল ঘোর ।
কোন্ বস্তু কি কি ভাবে, কোন্ কাজে কোথা রবে
এ কল্পনায় হলেন বিভোর ॥
কল্পিত প্লানের (ধারার) মত, সূক্ষ্ম স্থুল ভেদ গত
ত্রিলোক ব্রহ্মাণ্ড আদি সব ।
সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, তারা, সর্ব্ব জ্যোতিষ্কের ধারা
জল, বায়ু, মৃত্তিকা, ধাতব ॥
অচিত্, সচিত্ জীব, স্ত্রীজাতি, পুরুষ, ক্লীব
গতি, স্থিতি, নানা রূপ ভাব ।
কল্পিত সৃষ্টির প্ল্যানে, উপযোগী যে যে স্থানে
নিবেশিত হইল সে সব ॥
সৃষ্টিপ্ল্যান (ধারা) স্থির করে, সৃষ্টি উপাদান তরে
বিভুমন হল উচাটন ।

স্রষ্টা ও সৃষ্টের ঐক্য, এ ভবিষ্য ঋষি বাক্য,
স্থূল সূক্ষ্ম যাহা বিদ্যমান ॥
সকলই ব্রহ্মার কায়া, তাঁরই অংশ, তাঁরই মায়া,
তাঁ হতে উদ্ভব, তাঁতেই লয় ।
এই ভাবী জ্ঞান উদি, আশ্বস্ত হইলে হৃদি
হল অন্য চিন্তার উদয় ॥

প্রথম আয়োজন

বিপুল বিশ্ব সৃজন, বিশেষজ্ঞ একজন
থাকিলে বিঘ্নের নাহি ভয় ।
তাই ভগবান্ হরি, নিজ দেহ অংশ করি
ব্রহ্মা রূপে হলেন উদয় ॥
ব্রহ্মারে করি উদ্ভব, সৃষ্টি বিধি কার্য্য সব
ব্রহ্মা হস্তে করিলেন অর্পণ ।
ভার (চার্জ্জ) অর্পিবার কালে, কার্য্যে নিয়োগের ছলে
ব্রহ্মারে সম্বোধি বিষ্ণু ক'ন ॥
এই যে অনন্ত শূন্য, আমি ভিন্ন নাহি অন্য
চিন্তার ও বিষয় কিছু নাই ।
বিষয় অভাবে মন, হয় অতি উচাটন
নিষ্কর্ম্মতা হেতু ক্লেশ পাই ॥
বিষয় অভাব তাই, মোচন করিতে ভাই
সৃষ্টি ইচ্ছা হয়েছে আমার ।

কিরূপে কি সৃষ্টি হবে, কোথায় কি ভাবে রবে
কর্ম্মচেষ্টা কিবা হবে কার ॥
এ সমস্ত স্থির করে, প্ল্যানও করেছি পরে
সেই মত কার্য্য হওয়া চাই ।
করিতে সৃষ্টি সাধন, সাহায্যের প্রয়োজন
উদ্ভব করেছি তোমা তাই ॥
যা কিছু সৃজন হবে, সকলই আমার হবে
সকলেরই প্রভু আমি রব ।
আমারই ঘোষিবে নাম, সৃষ্ট জীব অবিরাম
হইলেও তব সৃষ্টি সব ॥
স্তব, স্তুতি, পূজা, পাঠ যাহা কিছু হবে ।
সৃষ্টিকর্ত্তা বলি সবে আমাকে করিবে ॥
এ সবের অধিকার করহ বর্জ্জন ।
না করিবে স্রষ্টা বলি দাবী কদাচন ॥
ভাবী বিশ্বপতির এই শুনিয়া প্রস্তাব ।
সাষ্টাঙ্গ প্রণত ব্রহ্মা দিলেন জবাব ॥

শ্রীব্রহ্মা উবাচ

একি তব বাক্য ব্রহ্ম ? একি ব্যবহার ?
ভাবী বিশ্বপতি তুমি, তুমি সারাৎসার।
ভাই বলে সম্বোধন উচিত না হয় ।
তবাংশে জন্মিলে (ও) তব সমকক্ষ নয় ॥

সমগ্র সৃষ্টিই হবে তব অধিকার।
কার সাধ্য এ স্বত্বের করে অস্বীকার॥
দাসভাবে আজ্ঞা সব পালিব তোমার।
করিলাম তোমা কাছে এই অঙ্গীকার॥
সৃষ্টি সমাপন পর, ব্রহ্মা নিজ অঙ্গীকার
করেছেন সর্ব্বদা পালন।
লভিলেও নাম বিভু, ব্রহ্মা বিষ্ণু সহ কভু
দ্বন্দীভাব করেন নি ধারণ॥
রবক্ষ এ অঙ্গীকার, রেখেছে সম্ভ্রম তাঁর
করেও নি কোন তাঁর ক্ষতি।
মানব স্বভাব হতে, আশাও ছিল না পেতে
কোনরূপ পূজা, পাঠ, স্তুতি॥
যা হতে লাভের আশ, যা হতে ধ্বংসের ত্রাস
কিম্বা যার অধিকারে বাস।
সন্তুষ্ট রাখিতে তারে, লোক স্তুতি গান করে
মানুষ এতই স্বার্থবশ॥
দেউল, মন্দির করি, প্রতিমা স্থাপি তাদেরি
সেবে নানা ধ্যান উপচারে।
তাই এ ভারত ধরা, শৈব, বৈষ্ণবেতে ভরা
শিব, বিষ্ণু প্রতিমা মন্দিরে॥
সে দেবেরও অবতার, শক্তিও তাঁদের আর
বিবিধ বিধানে পূজা পান।

ব্রহ্মারে না পুছে কেহ, নাহিও মন্দির, গেহ
নাহি পান পূজা, স্তুতি, গান ॥

দ্বিতীয়-আয়োজন

সেই স্থান কেন্দ্র করি, যেথা পরব্রহ্ম হরি
ধ্যানে মগ্ন কাটাতেন কাল।
দূর ব্যাপি চারিধারে, স্থাপিলেন গোলাকারে
দেবলোক বিপুল বিশাল ॥
দুর্ভেদ্য, দুর্লঙ্ঘ্য করি, পরিখা, প্রাচীরে ঘেরি
দেবলোক সীমাবদ্ধ হল।
এক অংশ হলো তার, বাস জন্য দেবতার
নির্ম্মুক্ত আত্মার তরে অন্য।
ব্রহ্মা অধিকারময়, বিশ্বসৃষ্টি কার্য্যালয় (৩)
ধারণ করিল অংশ ভিন্ন ॥
যে অংশ সৃষ্টির খণ্ড, নানাগার, নানা কুণ্ড
সেই অংশে হইল স্থাপিত।
বিপুল সৃষ্টি কারণ, যে যে যন্ত্রের প্রয়োজন
সে যন্ত্রও হইল সৃজিত ॥
আছিল ব্রহ্ম আদেশ, রাখিতে দৃষ্টি বিশেষ
স্বাতন্ত্র্য, বহুল হয় সৃষ্টি।
ভিন্ন চেষ্টা, ভিন্ন কর্ম্মী, চাঞ্চল্য ও ভেদধর্ম্মী
যাতে হয়, রাখিতে সে দৃষ্টি ॥

এদেব হলে অভাব হবে ঘোর সমভাব
সমভাব দৃষ্টিসুখ নাশে।
মনে রেখো এই কথা, নবীনতা নাহি যেথা
সৌন্দর্য্য সেখানে নাহি আসে।
চেষ্টা ও পরিবর্ত্তন, নবীনতা আনয়ন
করিয়া নৈষ্কর্ম্ম্য ক্লেশ নাশে ॥
শুনিয়া ব্রহ্মবচন, চিন্তায় হয়ে মগন
ব্রহ্মা ব্রহ্মে করে নিবেদন।

ব্রহ্মা উবাচ

হিংসা, দ্বেষ, লোভ, দ্রোহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ
কাম, ক্রোধ, গুণধর্ম্ম যত।
জীবন চেতনা সহ থাকিলে নিহিত।
নানা চেষ্টাময় জীব হইবে সতত ॥
কর্ম্ম প্রবোচক এদের হবে প্রযোজন।
উপাদান সহ এদেব করুন অর্পণ ॥

চতুর্থ উপাদান সংগ্রহ

শুনিয়া ব্রহ্মাব বাক্য পরব্রহ্ম ক'ন।
আমাব শরীরে পাবে সৃষ্টি উপাদান ॥
সূক্ষ্ম, স্থূল আদি কবে যা কিছু চাহিবে।
সব উপাদান(ই) এই বপু হতে পাবে

একেবারে ব্রহ্মইচ্ছা প্রবল হইল।
সেই ইচ্ছা স্রোত সহ বেগে বাহিবিল॥
সেই সব শক্তি যাব সংস্পর্শে আসিলে,
সূক্ষ্ম পবিণত হয ভিন্ন ভিন্ন স্থূলে॥
আবও ব্রহ্ম আত্মা হতে মধুব আভায,
দয়া, দাক্ষিণ্য স্নেহ, বেগে বাহিবায॥
ব্রহ্ম আত্মা হ'তে সব হযে নির্গমন,
সৃষ্টিশালে কুণ্ডাগাব কবিল পূবণ॥
একপে প্রকাশি ব্রহ্ম সৃষ্টি উপাদান।
ব্রহ্মাকে দিলেন আদেশ কবিতে সৃজন॥

দযা, দাক্ষিণ্য, ভিন্ন নাহি এল বৃত্তি অন্য
হিংসা, ক্রোধ, লোভ, নির্ম্মমতা।
এ সকলে নাহি দেখি, বিফলতা ভযে দুঃখী
ব্রহ্মা ব্রহ্মে কহেন বারতা॥
হিংসা আদি বৃত্তি যত, না হলে জীব চিত্তগত
হবে জীব-চাঞ্চল্য দুষ্কব।
কর্ম্ম প্ররোচক এবা, ভেদ, চঞ্চলতা ভরা
জীবে কর্ম্মে কবিবে তৎপর॥
বিনা হিংসা, দ্বেষ, দ্রোহ, দয়া, দাক্ষিণ্য, স্নেহ
ক্রিয়াবান কেমনে হইবে ?
তাই মম আবেদন, এ সবে করুন অর্পণ
চঞ্চলতা যদি চান জীবে॥

শুনি এ ব্রহ্মা বচন, পরব্রহ্ম অন্বেষণ
কবিতে লাগিলেন চিত্তমাঝে।
অন্বেষণে নাহি পান, চিত্তে এদেব নাহি স্থান
দেখি শুধু দয়া, স্নেহ আছে॥
ব্রহ্মাকে উদ্দেশ কবি, ক'ন পরব্রহ্ম হবি
এ সকল বৃত্তি নাহি পাই।
ব্যর্থ অন্বেষণ করা, শুধু কৃপা, স্নেহ ভরা
বৃত্তি যাহা চাহ হেথা নাই॥
শুনি এ ব্রহ্মবচন, ব্রহ্মা কিছু কবি ধ্যান
কহিলেন, প্রভু দযাময,
কবিযাছি স্থিব মনে, সচেষ্ট হবে কেমনে
জীবচিত্ত চাঞ্চল্য আলয়॥
বক্ষিতে জীবন প্রাণ, খাদ্য হবে প্রযোজন
খাদ্য বিনা না ববে জীবন।
সৃষ্টিলোপ নাহি হয, নাহি হয জাতিক্ষয়
এ বিধিও করিব সাধন॥
সুখ ও ক্লেশেব জ্ঞান, জীবচিত্তে আবোপন
করে দিব একপ বিধানে।
অবিচ্ছিন্ন সুখ তবে, দুঃখ, ক্লেশ লঙ্ঘিবাবে
ববে সদা চেষ্টা জীব মনে॥
সৃষ্টিরও রক্ষার হেতু, যত জীব, যত বস্তু
সকলেতে থাকিবে নিহিত।

সে সব শক্তি, উপায়, যাতে সদা বৃদ্ধি পায়
বস্তু, জীব সম ধর্ম্মগত ॥
অজস্র বিধান, খাদ্য উপাদান
থাকিলেও এই ভবে।
ভক্ষ্য নির্ব্বাচন, কবাব যে জ্ঞান
আদিতে না রবে জীবে ॥
বুভুক্ষা, উন্মাদভবে, ভক্ষ্য আহবণ তবে
এক জীব অন্য জীবে বধি।
ভক্ষ্যরূপে ব্যবহাব, কবিবেক নিবন্তব
জীবদেহ জীবভক্ষ্য বিধি ॥
হিংসাবৃত্তি এই ভাবে জন্মিয়া প্রবল হবে
দয়াবৃত্তি নিষ্ক্রিয় থাকিবে।
অদম্য সুখের আশ, নিবারিতে দুঃখত্রাস
স্বার্থবৃত্তি জীবে প্রবেশিবে ॥
স্বার্থ হবে মূল লক্ষ্য, দয়া, প্রেম, স্নেহ, সৌখ্য
স্বার্থজ্ঞান সদাই বোধিবে।
স্বার্থসুখ ইচ্ছা সহ, ক্রোধ ও জিঘাংসা মোহ
আনিবে লোভ, দ্রোহ, নির্ম্মমতা।
দ্রোহ, নির্ম্মমতা আসি, দয়া, দাক্ষিণ্য নাশি,
ভুলাইবে অন্য কাতরতা ॥
ক্রমে ক্রমে যবে হবে জ্ঞানের উদয়,
জীবদেহ ভিন্ন অন্য খাদ্যের সঞ্চয়—

শিখিবে করিতে যারা, সেই প্রাণীগণ
খাদ্য তরে জীবহিংসা করিবে বর্জ্জন ॥
অহিংসার বেদ তবে হইবে প্রচার
দয়া, দাক্ষিণ্যপূর্ণ হইবে সংসার ॥
পরদুঃখ-কাতরতা আসিবেক যবে
হিংসা, নির্ম্মমতা, দ্রোহ দুর্ব্বল হইবে ॥

বিশ্বকর্ম্মার আবির্ভাব

অণু, পরমাণু হতে, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহাদিতে
সৃষ্টিবিধি হয়েছে নিয়োগ।
এ জটিল সৃষ্টিবিধি, চাহে দৃষ্টি নিরবধি
অগণিত সংযোগ, বিয়োগ ॥
ব্রহ্মা ভাবিলেন তাই, শিল্পী সহকারী চাই
সাহায্য করিতে সৃষ্টি কাযে ॥

সৃষ্টিকার্য্য

বিশ্বসৃষ্টি উপাদান, হলে স্থির সমাধান
ব্রহ্মা হলেন সৃজনেতে রত।
পরব্রহ্ম বপু হতে, অংশ নিয়ে একে একে
বিশ্বসৃষ্টি হইল সাধিত ॥
পরব্রহ্ম বপু হতে অংশ কিছু লয়ে
স্থূলকারী কুণ্ডাগারের সংসর্গে আনিয়ে,

দূর শূন্যমার্গে তাহা ঘূর্ণি বেশ দিয়া
ফেলিলেন বেগে ব্রহ্মা দূরে নিক্ষেপিয়া ॥
রবি, শশী, গ্রহ, তারা একাপে সৃজন
হয়ে শূন্যমার্গে সবে করে বিচরণ।
যেই ঘূর্ণি বেগে সবে নিক্ষিপ্ত হইল
সেই বেগে সকলে ঘুরিতে লাগিল ॥

ব্রহ্মবপু অংশ হ'তে, যা কিছু আছে জগতে—
স্থূল, সূক্ষ্ম, সচিত্, অচিত্।
নানা জীব, নানা জন্তু, সজীব, অজীব বস্তু
সচল, অচল ভেদগত ॥
কুণ্ডাগার শক্তি যোগে, দ্রাঢ্য, তরলতা ভাগে
উপযোগী গুণ ধর্ম্ম দিয়া
উপযোগী যন্ত্র পরে, বিশ্বকর্ম্মা সহকারে
প্রাপ্ত হল নানারূপ কায়া ॥
শেষে, সর্ব্বশেষে বিভু, সৃজিলা মানব বপু
ব্রহ্ম অগ্রে স্থাপিত হইল।
ব্রহ্ম আত্মা অংশ হতে চিদাত্মা বিবেক তাতে
বিজলী প্রভায় প্রবেশিল ॥

এইরূপ সৃষ্টিকার্য্য করি সমাপন
পরব্রহ্ম হাতে ব্রহ্মা করিলেন অর্পণ ॥

ব্রহ্মা জোড় হাত করি
বহু স্তুতি, নতি করি
পরব্রহ্মে করেন জ্ঞাপন।

পালিয়া তব আদেশ
সৃষ্টি করিযাছি শেষ
আরও এক করি নিবেদন।

পরম্পরা যাতে রয়
সৃষ্টি লোপ নাহি হয়
করেছিও ইহার নিয়ম।
অন্তর্ভূর্ত নিজগুণে
স্ব স্ব জাতি সংরক্ষণে
ধ্বংসবোধে হয়েছে সক্ষম॥

নিজ বিশ্বভার নিজে করুন গ্রহণ।
নিজ ইচ্ছামত ইহা করুন পালন।
ধন্য ধন্য বলি ব্রহ্ম আশীর্ব্বাদ দেন
অবসাদে ব্রহ্মা হলেন নিদ্রায় মগন॥
অদ্বৈতবাদের এই সৃষ্টি প্রকরণ
অতি গূঢ় তত্ত্ব ইহা, নহে প্রহসন—
শঙ্করে এ গূঢ় তত্ত্ব নিহিত আছিল,
মানব উদ্ধার হেতু প্রকট হইল।
ভক্তিভরে পড়ে কিম্বা শুনে যেই জন

সংসারেব মায়া মোহ কেটে সেইজন
সশরীবে ব্রহ্মলোকে করিবে গমন ॥

ইতি—শ্রীঅদ্বৈতবাদ মহাপুরাণে বিশ্বসৃষ্টিনাম
অন্তপুর্রাণঃ সমাপ্তঃ ॥

পরিশিষ্ট

প্রভু বিশ্বপতি, জগতেব গতি
কিবা রূপ, কিবা কাযা।
কিবা তব মতি, কিসে বা সম্প্রাতি
কিবা তব মন মায়া
জীব পবমাণু, জীবাণু ও স্থানু
কেহ বা সজীব, অজীব কেহ।
কেহ বা অচল, কেহ সচঞ্চল
কতবিধ রূপ, দেহ ॥
কেহ বা সচিত্ কেহ বা অচিত
চেতনারও স্তব কত।
সহ সে চেতন, জ্ঞানেব মিলন
কত ভেদ ক্রম-গত ॥
মন, জ্ঞান, চিন্তা, স্মৃতি, বিবেকতা
জড়িত কত যে ভাবে।

জীবনেরও ক্রম, জৈবিক নিয়ম
ক্রিযাভেদও কত সবে
ইন্দ্রিয় ও রিপু, উপযোগী বপু
কত স্তব, কত জাতি।
জীবানু অধম, ক্রমে উর্দ্ধতম
প্রাণী জীব কবে স্থিতি॥
এ সবারও মাঝে, কি কৌশল বাজে
কি অপূর্ব্ব সৃষ্টিরীতি।
কত বিধি ভাষ, করিতে প্রকাশ
হ্লাদাভাব, বাঞ্ছা, ভীতি॥
ঐ যে গগন, ধরে অগনন
চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, তারা।
ভ্রমে অবিরাম, না আছে বিরাম
কি কাজে ভ্রমিছে ওরা॥
আছে কি জীবন, এ ধরা মতন
আছে কি মানুষ এ ধরা মত?
জীবহীন কিবা, ঘোরে রাত্রি দিবা
কি কার্য্য সাধনে রত?
জানিতে এ সব, সৃষ্টি তথ্য তব
কত চেষ্টা নর করে।
ভক্তি, উল্লাসেতে, তোমায় জানিতে
কি ক্লেশ না দেহে ধরে॥

আছ, ধরে জ্ঞান, না পায় সন্ধান
নিবাশ আবেশে শেষে।
কল্পনার বথে, এপথে ওপথে
ঘোবে দর্শনেব আশে ॥
কল্পনা চতুর, নৈরাশ্য বিধুব
আশ্রিতের স্থান দিয়া।
নানারূপ কায়া, নানা বর্ণ ছায়া
সম্মুখে ধরে রচিয়া ॥
ভক্তিতে বিহ্বল, অন্ধ নর দল
প্রকৃত ভাবিয়া তায়।
পেয়েছে ভাবিয়া, উল্লাসে মাতিয়া
চিত্তে চিত্র করি লয় ॥

প্রভু জগদীশ !
মানবের দৃষ্টি ক্ষুদ্র, চিন্তা ও জ্ঞানের
প্রসার, পরিধি, সীমা, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম।
অপার অজ্ঞেয় তুমি জ্ঞানের অতীত।
সৃষ্টিও বিপুল তব দুর্ভেদ্য দুর্গম ॥
কেমনে জানিবে নর, কেমনে বুঝিবে ?
অসীমের ধারণা কি সম্ভবে সসীমে ?
ক্ষম প্রভু, ক্ষম দেব ধৃষ্টতা নরের।
বঞ্চিত করোনা নরে আশ্রয় ও পদের ॥

'নবীন ভারত পুরাণ'

প্রস্তাবনা

বিপুল, বিশেষ, জটিল সৃষ্টিকার্য্যের অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে, কায়িক ও মানসিক অবসাদগ্রস্ত হইয়া সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার ঘোর নিদ্রাবেশ হইল। নিদ্রা যাইবার পূর্ব্বে ব্রহ্মা বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ ও তৎসংক্রান্ত সমস্ত কার্য্য সম্যকরূপে চালাইবার ভার নিজ সহসম্ভব বিষ্ণু ও শিবের হস্তে অর্পণ করিলেন। এইরূপে বিষ্ণু ও শিব ভারপ্রাপ্ত ট্রাষ্টিরূপে কার্য্য সম্পাদনের ভার লইতে স্বীকৃত হইলে তাঁহাদিগকে ভার দেওয়া হইল, তাঁহারাও ভার লইলেন। তবে রীতিমত কোন লেখাপড়া হয় নাই, আর কোনরূপ আদেশ নিদেশ দেওয়া হয় নাই। বোধ হয় ব্রহ্মার এ বিষয়ে ভুল হইয়াছিল, তাই ব্রহ্মা একরূপ অধিকারচ্যুত হইয়াছেন। তবে নিদ্রা কালের সমস্ত সংবাদ যাহাতে যথাযথ পান, এ বিষয়ে দেবর্ষি নারদকে উপদেশমূলক আজ্ঞা প্রদান করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। ব্রহ্মা—একদিন মাত্র নিদ্রায় কাটান। তবে ব্রহ্মার—একদিন পৃথিবীর চতুর্দ্দশ সহস্র বৎসরেরও বেশী। হিন্দুশাস্ত্র এইরূপ প্রমাণ দেয়।

ব্রহ্মাব নিদ্রাভঙ্গ হইলে নিদ্রাবস্থাকালীন ঘটনা সমূহেব সংবাদ জানিবার জন্য তিনি নাবদকে ডাকাইযা কার্য্যকটি সম্বন্ধে প্রশ্ন কবিলেন। নিম্নে তাহাব কিযদংশ, কেবল আধুনিক ঘটনা সম্বন্ধীয় কয়েকটা প্রশ্নোত্তর দেওয়া যাইতেছে।

ব্রহ্মা—নারদ, আমাব নিদ্রাকালে বিশেষ উল্লেখযোগ্য কি কি ঘটনা হইযাছে ?

নাবদ—বিষ্ণুদেব ও শিবদেব নিজেদেব আধিপত্য এত জাবি কবেছেন যে আপনাব নাম পর্য্যন্তও কেহ লয় না। সমস্ত পূজা-পাঠ, স্তুতি, আবেদন নিবেদন, সবই লোকে এঁদেব দুজনকেই কবে। এঁদেবই মন্দিব অট্টালিকা, এঁদেবই ভোগ রাগেব ব্যবস্থা। আপনি যে এত পবিশ্রম কবে সমস্ত বিশ্ব জগত প্রস্তুত কবিলেন আপনাব কিছুই নয। তাঁহারাই সমস্ত জগতেব মালিক, লোকেব মনে এই ধাবণা কবে দেছেন। আপনাব নাম পর্য্যন্তও কেউ নেয না।

ব্রহ্মা—এ আর আশ্চর্য্য কি। ওদেরই হাতে দিযেছি ওদেব মান্‌বে না ত কারে মান্‌বে।

নারদ—আপনি উদার স্বভাবগুণে সম্পত্তিভ্রষ্ট হযেও এরূপ বলছেন। কিন্তু এই রীতি ধরাধামেও গিয়ে পৌছেচে—ভাইভাইযে এমন কি বাপ বেটার ভিতরে অনেক ঠকপনা ও ঝগড়া কলহ চলেছে। এই ব্যবহারটা উপর থেকে নীচে চলে গেছে।

ব্রহ্মা—সে যা হোক হয়ে গেছে। এখন মানব কুলের অবস্থা কি ?

নাবদ—অনেক পরিবর্ত্তন হয়েচে ও হচ্চে।

ব্রহ্মা—আমি তো অনেক বকম মানুষ করেছি—সাদা ও রঙ্গিন। তাদের কার কি অবস্থা?

নারদ—প্রথম প্রথম বিষ্ণুই কাজ বেশী দেখতেন। শিব সন্ন্যাসী উদাসীন অবস্থায শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াতেন। আর তাব স্ত্রীও আদ্যাশক্তিব রূপ ধবে সেইখানেই বেশী থাকতেন।

ব্রহ্মা—তা বিষ্ণুই বা কি কবলেন আর শিবই বা কি করলেন?

নাবদ—বিষ্ণুব নিজেব বং সাদা নয়, তাই তিনি বঙ্গিন চামড়ার লোককে খুব উঁচু কবেছিলেন। তাঁদেরই পৃথিবীতে জ্ঞানে, বিদ্যায় ও আধিপত্যে প্রধান কবেছিলেন। রঙ্গিন লোকেবা শিল্পকলায়ও পাবদর্শী হল। এতে শিবদেবেব অত্যন্ত ঈর্ষা ও অসন্তোষ হ'ল। তাঁব রং সাদা, আর সাদা বঙের লোক সব অসভ্য বর্ব্বব অবস্থাপন্ন। এদেব উন্নতিকল্পে বিষ্ণুদেবের কোনও চেষ্টা নাই। শিবদেব নিজের রংওয়ালাদেব প্রতি মন্দ ব্যবহার দেখিয়া নিজেকে অসম্মানিত ভেবে নিজেব ক্ষমতা জারি করিলেন। সেই অবধি সাদা রঙের লোকেদেব উন্নতি হতে লাগলো ও তারাই জ্ঞানে, বিদ্যায়, বলে ও আধিপত্যে প্রধান হতে লাগলো। এখন তাহারাই পৃথিবীতে প্রধান। এমন কি এখন সাদা রঙের লোকেরা রংওয়ালাদের সঙ্গে মিশতে চায় না—কাছেও আসতে দেয় না, যেখানে গিয়ে বসে পড়ে সেখানে

রংদারদের আসতে পর্য্যন্ত দেয় না। বলে, যাদের খাটবার কাজে দরকার তাদের এনে খাটুনির কাজগুলো করে নিয়ে বার করে দাও। ভয়, পাছে রঙের সংস্রবে এসে সাদা রঙিন হয়ে যায়।

ব্রহ্মা—আর কি হয়েছে ?

নারদ—আগে তো আপনারা তিন জনেই এক ব্রহ্ম রূপে ছিলেন ; তারপর ওরা দুজন যখন ক্ষমতা ও গুণের কিছু কিছু অংশ নিয়ে পৃথক হলেন, তখন বেশী ক্ষমতা ও গুণের ভাগ তো আপনারই রইল। নামের বিশেষ পরিবর্ত্তন হলো না। কেবল নামে একটা আকার যোগ। দেখুন একটা জিনিষ তৈয়ার করা বড় শক্ত ; বেশী ক্ষমতার দরকার। সে সব রইল আপনার। তৈয়ারি জিনিষটা নিয়ে চালিয়ে ভোগ দখল করা—তাতে বেশী বিদ্যা বুদ্ধির দরকার নেই। আর তৈয়ারী জিনিষটাকে ভেঙ্গে ফ্যালা—সে কাজটা আরও সহজ ; এ কাজে বিদ্যাবুদ্ধির দরকার হয় না। দেখুন এই যে মানুষ তোয়ের করেছেন, এতে কত গুণপণা কত পরিশ্রম। মাংস, অস্থি, রক্ত, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, যকৃত, প্লীহা, উদর, পাকস্থলী, শ্বাস প্রশ্বাসের বন্দোবস্ত। এর উপর ঐ যে মস্তিষ্ক বলে যে পদার্থ ও মন, বুদ্ধি, স্মৃতি, বিবেক, ইন্দ্রিয় কত যে কি বুদ্ধিবলে উদ্ভব ও তাদের সমাবেশ করে এই এক মানুষ তোয়ের করেছেন ওঁদের দুজনের মধ্যে একক বা দুজনে মিলে করুন দেখি। ও সব জটিল বন্দোবস্ত ছেড়ে দিয়ে শুধু মানুষের মত একটা ছয় ফুট সাড়ে ছয় ফুট লম্বা একটা তোয়ের করে খাড়া রাখুন তো, পড়ে যাবে না ঠিক খাড়া

থাকবে, আবার ওই দুটো পায়ের ন দশ ইঞ্চির চাটুর মত করে যেমন আপনার মানুষ চলে, চালান তো। তবে তো জানব বিদ্যা, বুদ্ধি, ক্ষমতা। কি না একজন আপনার তোয়েরি মানুষটাকে কোন বকমে কিছু দিনের জন্য, তাও বরাবরের জন্য নয়, বাঁচিয়ে রেখে বাহাদুরী স্থান। তাও খাবার জিনিষ গুলো আপনারই তোয়েরি। এতেও দেখুন এই যে এত খাবার তোয়ের করচেন সেগুলো দেখিয়ে খাওয়ানোর অভাবে একটা জীব আর একটা জীবকে মেরে খেয়ে ফ্যালে। তবে কিছুদিন হলো বিষ্ণু একবার পৃথিবীতে গিয়ে জীব মেরে খাওয়াটা নিষেধ কবেছিলেন। কিন্তু তা বিশেষ চলে নি। এতেও শিবের নিজের না হয়, তাঁহার এক প্রধান শক্তির বিশেষ প্রতিরোধ ছিল। এই তো হলো বিষ্ণুদেব। আর শিবদেবের এই যে মানুষটা, তাকে মারতে কিবা কষ্ট, আর কিবা বুদ্ধির দরকাব। একটা তলোয়ার নিদেন একটা মোটা লাঠি থাকলেই এক মিনিটের মধ্যে সমাধা।

এই তো হলো এঁদের কর্ম্ম-কুশলতা। কিন্তু এঁরা মিলে আপনার সমস্ত আধিপত্য লোপ করেছেন।

ব্রহ্মা—নারদ অনেক বলেছ, আর আমি শুনতে চাই না। তোমার কথা শুনলে রাগের উদ্রেক হয়। আমি রাগ করতে চাই না। মারপিট কাটাকাটি আমি একেবারে চাই না। দেখচনা, দেখনা আর দুজনার হাতে অস্ত্র আছে আমি কোনো অস্ত্র রাখি নাই। রেখেছি হাতে কেবল এক কমণ্ডলু।

নারদ—আপনার যেরূপ অভিরুচি। সমস্ত সংবাদ দেওয়া প্রয়োজন তাই বলছিলুম।

ব্রহ্মা—শিবের ও বিষ্ণুর আধিপত্য সম্বন্ধে আর কি বক্তব্য আছে।

নারদ—রঙের অসাম্যতার জন্য অনেক আখচাআখচি চল্‌চে। তবে আজকাল শাদারই জোর। পৃথিবীতে শাদারই চলতি।

যাদের রং ময়লা তারা রংটাকে শাদা করবার জন্যে মুখে কত সাবান ঘষে ও কত কি দেয়। আর ছেলের বে'তে সকলেই ফরসা বউ চান। মেয়ের বে'তেও মেয়ে থেকে মেয়ের বাপ মা পর্য্যন্ত ফরসা রঙের পাত্র চান। সকলেই চায় শাদা হতে, নিদেন শাদার কাছাকাছি পৌঁছুতে। তবে বিষ্ণুর অধিকারের সময়কার মধ্যে একটু কেবল মানুষের চুলে আর মিস্‌মিসে কালরঙের দুধওয়ালি গরুতে। রংদারের ভেতর এখনও কালো চুলের কিছু খাতির আছে। কিন্তু শিবের ক্ষমতার আবেশে চুলের কাল বেশিদিন থাকে না আগেকার চেয়ে অনেক আগেতেই শাদা হয়ে যায়।

ব্রহ্মা—আধিপত্য আজকাল তবে কার আছে?

নারদ—শিবের অনেক বিষয়ে বেশি। বিষ্ণু দেবেরও আছে। কিন্তু আপনার কিছুই নাই। সমস্তই আপনার এই নিদ্রার কারণ।

ব্রহ্মা—হুঁ! বুঝলাম। এখন তো জেগে উঠেছি। আমার

আধিপত্য স্থাপন হওয়া চাই। আমি লোকের মন অধিকার করবার চেষ্টায় আছি। লোকের মনই ত আধিপত্য স্থাপনের স্থান। কাজও কিছু কিছু সুরু করে দিয়েছি। তবে কি জান বিষ্ণু ও শিব এদের দুজনেরই হাতে অস্ত্রশস্ত্র আছে, আমার তো ওরূপ কোনও অস্ত্র শস্ত্র নাই। আছে কেবল এই এক কমণ্ডলু।

নারদ—(স্বগত) বুঝেছি আজকালের এই যে ষ্ট্রাইক, হরতাল, নন-কোঅপারেশন, অসহযোগ কেন এত ঘটে সমস্তই দেখচি এঁরই কাজ। (প্রকাশ্যে) প্রভো, যেরূপ পৃথিবীর ভাব-গতিক দেখচি ও সব অস্ত্রধারী দেবের অধিকার যায় যায় হয়েছে।

ব্রহ্মা—কি হয়েছে ?

নারদ—এই যে ভারতবর্ষে অসহযোগ বলে একটা ব্যাপার চলেছে—এতেই আপনার সব কার্য্য সাধন হবে। বিষ্ণুও চেষ্টায় আছেন যে শিব দেবের অনুগৃহীত শাদা রং ওয়ালাদের উঁচুতে তুলে দেন।

ব্রহ্মা—এ সকল কি লেখা হয়েছে ?

নারদ—আজ্ঞা হাঁ পুরাণাকারে লেখা হয়েছে। আমারই কথা মত বেদব্যাস এই নূতন পুরাণ লিখেছেন।

ব্রহ্মা—আচ্ছা বেদব্যাসকে ডেকে এনে শোনাও তো—

(নারদের সহিত বেদব্যাসের আগমন)

বেদব্যাস—দেব এই পুরাণ লিখতে অনেক আয়াস পেতে হয়েচে। বিশেষ এ পুরাণটা বাংলা ভাষায় লিখেছি—আর

জানেন তো চিরকাল সংস্কৃত ভাষায় লেখা অভ্যাস— বাংলা ভাষায় এই প্রথম পুরাণ। আজকাল বাংলা ভাষাটাও দেবভাষা হয়ে দাঁড়িয়েচে। বিশেষ আজকালের নিয়ম হয়েচে যে শাস্ত্র পুরাণ চলিত ভাষাতেই লেখা হয়।

এখন আপনার অনুমোদিত হইলে জগতে প্রকাশ করা যাইবে।

পাঠ করিতেছি শ্রবণ করুন।

বেদব্যাস কর্ত্তৃক পাঠ।

নবীন ভারত-পুরাণ

প্রথম চিত্র

বীর আমাদের বালক বৃন্দ,
বীর আমাদের নারী,
স্বদেশ উদ্ধারে স্বরাজ্য স্থাপনে
লেগে গেছে প্রাণ ভরি।

২

প্ররোচনা বলে উদ্বেলিত প্রাণ,
যেমনে তেমনে করিয়াছে পণ
হাসিল করিবে স্বরাজ্য শাসন
অধীনতা পরিহরি।

লেগেছে সংগ্রাম ভারত যুড়িয়া,
ভলন্টিয়ার সৈন্য কোমর বাঁধিয়া
ভাল কিংম্বা মন্দ কিছু না ভাবিয়া
যোগদানে দল কবিছে ভারি।

৪

এ সংগ্রামে নাহি বলের প্রয়োগ
নিশ্চেষ্টতা ধর্ম্মে আত্মার নিয়োগ,
পথে পথে দলে অটল সম্ভোগ
জয় জয় নাদ কবি।

পরাজয়ে জয় এ সংগ্রাম প্রথা
ভীষণ সংগ্রাম হইলেও হেথা
নাই ইথে কোনও পুরাতন কথা
নাহিক অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা।

৬

সোল্ ফোরসে (soul force) শুধু
এ রণ চালনা,
অস্ত্র শস্ত্র যত, সমস্ত বর্জনা,
সমাবেশ ভাবে বাক্যের যোজনা,
রাজা রাজ্য প্রতি যথা অযথা।

৭

অস্ত্রধারী রথী মহারথীগণ
না আসিবে তারা না করিবে রণ,
রাজমার্গে ইথে সমর প্রাঙ্গন,
নেতা ঘরে বসি চালায় রণ।

৮

শিখিবে জগতে লোকপালগণ
ত্যজিবে দেবতা অস্ত্র আভরণ
শিখিবেক দিবে দিববাসীগণ
এ নব সমর রীতি।

৯

এবে যবে ভবে হবে প্রযোজন
দুষ্কৃত দমন সাধুর রক্ষণ,
শিখিবেন হরি কি বিধি সাধন,
কিবা হবে রণ নীতি।

১০

শতবর্ষব্যাপী যে রণের কথা
হিন্দু পুরাণের পুরাতন গাথা,
অসুর দৈত্য নাহি পাবে ব্যথা
দেবতা চালিত অস্ত্রের ঘাতে।

১১

বিষ্ণু হস্তে আর না রহিবে চক্র
মহাতেজ বজ্র না ধরিবে শক্র
শূলী সে ত্রিশূল ছাড়িবে বক্র,
কমণ্ডলু রবে সবার হাতে।

১২

সম সম রোধে, এ নীতি নিয়োগ
নিবারিতে যত পিশুন প্রয়োগ,
এক অন্যে হইবেক যোগ
বিপরীত বিপরীতে।

১৩

সোল্ ফোরস্ (soul force) বলে
ভলন্টিয়ার ফোরস্ (volunteer)
নেতা কাছে পড়ি নিজ নিজ কোরস্ (course)
রাজমার্গে আসি চীৎকারিছে হোরস্ (hoarse)
জয় জয় নাদ করি।

১৪

চিরন্তন প্রথা দেবতার জয়
ভুলেও ইহারা মুখে নাহি লয়,
দেশের মালিক সম্রাটেরও নয়
নাহি জয় দুর্গা রাম বা হরি।

১৫

স্থানচ্যুত করি বিষ্ণু শিব রাম,
গাহিতেছে এরা মহাত্মার নাম
সত্ বা অসত্ সকাম বিকাম
হিঁদুর দেবতার বিপদ ভাবি।

১৬

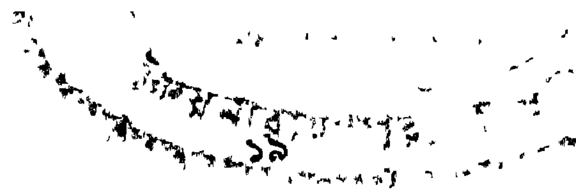
কিন্তু, যারা রাখে মেসল্লম ইমান
তাদের খোদার আছে সে সম্মান।
"আল্লা হো আকবর" করে জয়গান
মজহব দীন নাহি বিস্মরি।

১৭

তাদেব একতার ধ্বজা, একতা বাথান
একতাই চিন্তা, একতাই ধ্যান,
এক সমবায়ে করবে প্রত্যাখ্যান
বৃটিশ রাজ্য বৃটিশ নীতি।

১৮

সংগ্রামে হারিল রুম নরপতি
হারাইল দেশ—পরাজয় গতি
বিদ্বেষের বহ্নি বৃটীশের প্রতি,
সহধর্ম্মীর মনে জাগায় এ দেশে।



তুরস্ক হাবিল ইংরেজেব দোষে
খেলাফত পক্ষ এই বাণী ঘোষে,
ইংবেজেব প্রতি কোপ অগ্নি বর্ষে
আঁতাঁতের (entente) অন্য সকলে ছাড়ি।

২০

আব যত আছে মস্‌লেম সম্রাট
তাবা ইথে কোনও না দেখে বিভ্রাট ;
মস্‌লেমের দেশে নাহি হেন পাঠ,
স্বধর্ম্মের নাশ হইল বলি।

২১

অক্ষুন্ন রাখিতে রুম অধিকার
খেলাফত সভা হইল বিস্তাব
সংগ্রামেব বীতি হইল প্রচার
বৃটীশ শাসিত ইণ্ডিয়া ভবি।

২২

বিধর্ম্মী ইংবেজ, বিধর্ম্মীর বাজ,
মজহবেব হুকুম, নাহি কব ব্যাজ
ত্যজ ঘব দোব, এখনই সাজ
কাফের অধীন ! মহান পাপ।

২৩

বগলেই আছে বাজ মুসলমান
কাবুল আমীর কবিবে সম্মান,
মস্‌লেমের সেথা বাঁচিবে ইমান
নতুবা ইমানে লাগিবে দাগ।

২৪

মুজবহিন হতে আসে দলে দলে
ঘর দোব মাল বেচিযা সকলে
খোদাতালাব নাম সকল কবলে
উদ্দাম উৎসাহে ছাড়িল দেশ।

২৫

ছাড়ি নিজ ঘব ছাড়ি নিজ দেশ
দারাপুত্রসহ পেযে বহু ক্লেশ
ভিখারী দশায় ফেরে অবশেষ
মস্‌লেম সম্রাট না কহে কথা।

২৬

মস্‌লেম সম্রাট মস্‌লেমের দেশ
দেখে, সে তো নহে তাহাদের দেশ,
সমধর্ম্ম বলে নাহি সমাবেশ
নেশার কূহক ছুটিল সেথা।

২৭

খেলাফতের নামে চলে আন্দোলন
খেলাফত সভা হয়েছে স্থাপন
রাখিতে অক্ষুন্ন মুসলমান মান
রুম অসম্মানে ধর্ম্মের হানি।

২৮

মুসলমান ধর্ম্ম এখনও সজীব
নহে হিন্দুমত বৃদ্ধ ও নির্জীব ;
একতা বন্ধনে ধনী ও গরীব
বান্ধে, শুনাইয়া ধর্ম্ম হানি বাণী।

২৯

সময় বুঝিয়া কনগ্রেসের দল
ক্ষীণ দেহ মন কবিতে সবল
দেখাতে বৃটিশে কত ধরে বল
হিন্দু মুসলমান হইলে এক।

৩০

আহ্বানিল সভা করিল প্রচার
নিশ্চয় করিবে স্বদেশ উদ্ধার
মিলিল সকলে, করিল বিচার
পুরাতন কর্ম্মী ছাড়ে অবাক।)

৩১

গঠিবে নেশন হিন্দুস্থান ভূমে
হিন্দুস্থানবাসী রহিবে সম্ভ্রমে
আর না বলিবে কোনও জাতি ভ্রমে
ভারত ভূভাগ বৃটীশ দাস।

৩২

জাতি বর্ণ ধর্ম্ম সম্প্রদায় দ্বেষ
বিভিন্ন সংস্কাব বিভেদ অশেষ
বিভিন্ন আচার ভিন্ন ভাষা বেশ
অনেকতা আছে, তাতে কি হয়।

৩৩

বন্ধুত্ব যা আছে সে সব থাকিবে
কলহ কল্লোল সদাই ঘটিবে
কাব সাধ্য বল সংস্কার কবিবে?
নেশনের বাধা এ সব তো নয।

৩৪

নেশন নেশন ইণ্ডিয়া-নেশন,
জয়নাদ পূর্ণ উচ্চ আস্ফালন
শুনিয়া প্রবীন কোন একজন,
জানিতে সন্দর্ভ করে জিজ্ঞাসা।

৩৫

নেশন এটা যে ইংরিজির কথা
ইংরেজের দেশে থাকে এ বারতা,
খুজে খুজে মরি অভিধানেব পাতা,
জানিতে এ দেশে কি নাম ভাষা।

৩৬

সংস্কৃত আদি যত অভিধান
পুরাগত যত পদের ব্যাখ্যান
পারসী লোগত আরবী বচন
কোনও পদই এর কাছে না আসে।

৩৭

বিপত্তিব ওপোর বিপত্তি যে আসে
বুদ্ধিশক্তি হত মুস্কিলের ফাঁসে
প্রবন্ধ পত্রিকা যত হাতে আসে
নেশনেব অর্থে "জাতীয়তা" ভাসে।

৩৪

জাতি জাতীয়তা জিনিষতো এক
জাতি হতেই হয় জাতীয়তা পাক
এ সিদ্ধান্তে কেহ না হয়ো অবাক
নাহি বুঝ যদি, দেখ ব্যাকরণ।

৩৯

এত যে বচসা করিছ সকলে
জাতীয়তা হেথা প্রস্তুতের ছলে,
কত জাতীয়তা চাহ সেই স্থলে
যেথা যত লোক ততই জাত।

৪০

তবে যদি বল এক জাতই চাই
স্পষ্ট করে কেন নাহি বল তাই
বুঝুক সকলে, করতে একজাই
সভা ভলন্টিয়ার হয়েছে স্থিত।

৪১

এ দেশেতে সব এক জাত হবে
জাতিভেদ যত উঠিয়া যাইবে,
হিন্দু মুসলমানও ভেদ না রহিবে
সব হবে একাকার।

৪২

কিন্তু এতেও তো নহে মুস্কিলের আসান
ধর্ম্ম মজহবের এত ব্যবধান
বাইবেল বেদ কোরাণ পুরাণ
কে করিবে লোপ সাধ্য বা কাহার।

৪৩

ধন্য ভলন্টিয়ার স্বদেশ সেবক
সুবিজ্ঞ সুঅজ্ঞ রমণী যুবক
ধন্য তাহাদের চালিকা চালক
উৎসাহের বলিহারী।

৪৪

ধন্য তাহাদের লিখন কীৰ্ত্তন
জয়নাদ পূর্ণ অটল নৰ্ত্তন
ধন্য তাহাদের অজ্ঞ উত্তেজন
সুফল কুফল নাহি বিচারি।

দ্বিতীয় চিত্র

১

মুসলমান ধৰ্ম্ম মসলেম নেশন,
এই ডঙ্কা বাজে করিতে মিলন
ভিন্ন দেশবাসী মুসলমানগণ
প্রবল ধৰ্ম্মের ভ্রাতৃত্ব ভাবে।

২

কোথা তুর্কী দেশ, মেসোপটেমিয়া
কোথা সেলোনিকা কোথা বা অ্যাঙ্গোরা
সমধৰ্ম্মীগণে কেমন করিয়া
দেখাইছে আত্ম সমবেদনা!

৩

সহস্র যোজন অন্তরে থাকিয়া
পরস্পরে কভু নাহিক দেখিয়া
সমধর্ম্মী জ্ঞানে আপন জানিয়া
নিবারিতে ক্লেশ তাদের তৎপর।

৪

রণক্লিষ্ট দূর মসলেম ভ্রাতার
চাঁদা তুলিতেছ সাহায্যে তাহার ;
এ উদ্যোগে ভাই তোমারই বাহার
চন্দ্রকলা চিত্র পতাকা পর।

৫

হেথা হিন্দুভূমি ঘরের প্রাঙ্গন,
কি ভীষণ নাট্য হতেছে নটন
এক ভাই অন্যে কিরূপে পেশন
করিছে ধর্ম্মের নামে।

৬

হিন্দু দেবদেবী হিন্দুধর্ম্মস্থান
হিন্দু ঘরবাড়ী হয়েছে শ্মশান
বীভৎস বিধানে বধ ও লুণ্ঠন
পূর্ণ মালাবার ভূমে!

৭

মালাবার বাসী ভাই হিন্দুগণ
না পারি রক্ষিতে নিজ প্রাণ ধন
বিসর্জ্জিয়া ধর্ম্ম আত্ম পরিজন
ভাই মাপিল্লাব দ্রোহে।

৮

না পারি রক্ষিতে মাতা সুতা মান
না পাবি বক্ষিতে নিজ ধর্ম্ম প্রাণ
হারায়ে আশ্রয় করে পলায়ন
নিবন্ন ভিখারী বেশে।

নারী বৃদ্ধ যুবা শিশু অর্ব্বাচীন
নিরন্ন বিবস্ত্র ভীতি সমাসীন
বিশ্রান্ত বিক্লান্ত চলে রাত্রি দিন
আশ্রয় লভিতে সুদূর দেশে।

১০

ধনী বা গৃহস্থ কৃষক বা দীন
সব এক দশা সকলেই দীন
সকলেই হয়ে সম ভাগ্যহীন
পরসাহায্যার্থ ভিখারী এবে।

১১

খাওয়াতে তাদেব বাখিতে জীবন
আশ্রয়স্থান করিল স্থাপন
বাজকর্ম্মচাবী অন্য মহাজন
কবিল জ্ঞাপন সাহায্য তরে।

১২

কিন্তু কয়জন ব্যস্ত সাহায্য করিতে
আতুবের সেই দুর্দ্দশা নাশিতে
ভুক্ষিতেব সেই জীবন বক্ষিতে
মাপিল্লা পীড়িত জনে ?

১৩

ছুটিতেছে হেথা বক্তৃতাব চোট
কাটিব, কাটিব, ইংবেজেব ঠোঁট
ঘুবিয়া ফিরিয়া হয়ে এক যোট
নেশন ভ্রাতৃত্ব নিশান তুলি।

১৪

দেশের আতুর স্বদেশীয় ভ্রাতা
তাদেব দেশীয় না হইল ত্রাতা
কেবল সহায় তাদের বিধাতা
ধন্য তোমাদের ভ্রাতৃত্ব বুলি।

১৫

লক্ষ লক্ষ টাকা যায় আঙ্গোরায়
আঙ্গোরার ফণ্ডে সবে চাঁদা দেয়
দেশীয় ভ্রাতার দিকে নাহি চায়
কিবা সে হিন্দু কিবা মুসলমান।

১৬

দেখিতাম যদি মস্‌লেমগণ
সহধর্ম্মী কৃত হিন্দু নির্য্যাতন
বিমোচন তরে করিতে
দেখাত সহানুভূতি।

১৭

এক দিনও যদি দেখিত নয়ন
মালাবারবাসীর দুঃখের মোচন
সমবেদনার সেই উত্তেজন
নিজ দেশবাসী পীড়িত প্রতি।

১৮

যে সমবেদনা করিতে জ্ঞাপন
অ্যাঙ্গোরার ফণ্ড করেছে স্থাপন
হিন্দু সহযোগে মুসলমানগণ
মস্‌লেম নেশন গঠন তরে।

১৯

তা হলে হইত হৃদয়ে বিশ্বাস
ভারতবর্ষবাসীর একত্বের আশ
নেশন গঠনে সফল প্রযাস
উঠিত হৃদয় ভরে।

২০

পবস্পর মধ্যে না পাই হৃদ্যতা
যে হৃদ্যতা মূলে রহে জাতীযতা
পাই শুনিবারে কেবল দ্রোহিতা
বিধ্বস্ত করিতে শাসন বিধি।

২১

কি বলিব আর বলিতে না চাই
এ প্রথায় কভু নাহি হয় ভাই,
ব্যাস চাহে, হিন্দু ও মুসলমান ভাই
কিন্তু—এ নহে স্থাপন বিধি।

২২

ব্যাস যাহা চাহে—সে দিন কি হবে
জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম-দ্বেষ যবে সবে
জাতিয়তা প্রেমে সকলে ভুলিবে
একের ক্লেশে অন্যের কাঁদিবে প্রাণ

২৩

সম্প্রদায়গত পৃথকতা ভুলি
সহানুভূতির ধ্বজা উচ্চে তুলি
জানিবে ডাকিতে মন প্রাণ খুলি
সমবেদনায় জ্বলিবে প্রাণ।

২৪

সম্প্রদায় গত স্বার্থ নাহি রবে
ঘৃণা দ্বেষ স্পর্শ দোষ না রহিবে
এই নীতি শিক্ষা যবে হেথা হবে
জাতীয়তা ডঙ্কা বাজাইও তবে।

২৫

এ শিক্ষার মূলে জ্ঞান উদাবতা
ধর্ম্ম বিশ্বাসের ত্যাগ সঙ্কীর্ণতা
এক ভাষা আর ত্যাগ বিভিন্নতা
নিঃস্বার্থ কর্ম্মতা কর্ত্তব্য ভাবে।

২৬

অসাধ্য এসব না বলিও কেহ
শিক্ষা ও অভ্যাস তাড়ায় সন্দেহ
স্পর্শ দোষ ত্যাগ উদ্ঘাটিবে গেহ
আত্মীয়তা ভাব করি স্বজন।

২৭

সত্য সেই শিক্ষা যাহাব প্রভাবে
এক জন অন্যে অস্পৃশ্য না ভাবে
"ম্লেচ্ছ" বা "কাফেব" ভাষাচ্যুত হবে
ন্যায দয়া ধর্ম্ম হবে স্থাপন।

২৮

যথার্থ সেই শিক্ষা, সত্য সেই জ্ঞান
যাহার প্রভাবে ভ্রান্তি বিমোচন
এক অন্য জনে ভাবায আপন
বিভিন্নতা পরিহরি।

২৯

সেই ধর্ম্মজ্ঞান যে জ্ঞান শিখায
মানুষে মানুষে ভেদ নাহি হয
ধর্ম্মসম্প্রদায়, ভেদ সে পন্থায়
সকলেবই সেই খোদা বা হরি।

৩০

এক রাজ্যতন্ত্র একই শাসন
সে রাজ্য তন্ত্রেব প্রজারা নেশন
ভিন্ন নেশনের না হয় গনন
এই তো নেশন বিধি।

৩১

নিজ বাজ্য তন্ত্রের বশ্যতা স্বীকাব
বাধ্যতা বিধানে উৎকর্ষ তাহাব,
পর আক্রমণে রক্ষিবাব ভার
সকল উপায় সাধি।

৩২

মুসলমান ধর্ম্ম মস্‌লেম নেশন
এই ডঙ্কা বোলে কবিছে মিলন
বিভিন্ন দেশেব সমধর্ম্মীগণ
উদ্ধাবিতে পূর্ব্ব সাম্রাজ্য বল।

৩৩

কন্‌গ্রেসের নীতি ইণ্ডিয়ান নেশন
মস্‌লেম লীগেব মস্‌লেম রক্ষন
খেলাফত সভার উদ্দেশ্য, সাধন
মস্‌লেম নেশন মস্‌লেম ভূতি।

৩৪

উদ্যোগ চলেছে কবিতে গঠন
সমবাযে এব ইণ্ডিয়ান নেশন
পাঞ্জাববাসীরা হতেছে আহ্বান
শুনাযে হত্যাব গীতি।

৩৫

আব যারা করে এ দেশে বসতি
নাহি অংশী হয় তাতে কিবা ক্ষতি
অসহযোগেব সহযোগ ভীতি
নিশ্চয় করাবে বশ্যতা গ্রহণ।

৩৬

অসহযোগের সহযোগ বলে
বক্তৃতা ইন্ধনে যে শক্তি উথলে
সে শক্তির বলে লগুড় যে চলে
পাইবে না তাহা হইতে ত্রাণ।

৩৭

যদিও এ যৌথের এক অংশীদাব
রাখে এব বড়, সম কারবার
মূলধন ও শাখা অনেক তাহাব
একতা ও বল অনেক বেশী।

৩৮

যদ্যপিও অংশ-ব্যবসায় স্থলে
স্বতন্ত্র ব্যবসা অংশীয় থাকিলে
সমব্যবসার সংঘর্ষ ঘটিলে
প্রবলও হয় দুর্ব্বল নাশী।

৩৯

যদিও না হয় এ যোথ স্থাপন
সফল তো হবে উদ্দেশ্য আপন
পবপ্রতিষ্ঠিত আছে যে আপন
বসিব সেথায় চালাব তায়।

৪০

কন্‌গ্রেস তো বলেছে আছে প্রয়োজন
বাখিতে বৃটিশে করিতে রক্ষণ
দেশীয় হইতে দেশী প্রাণ ধন
বিদেশী হইতে দেশ।

৪১

চাহিনা এখন বৃটিশে তাড়াতে
বলিও না ছেড়ে চলিয়া যাইতে
বাখিব ওদেব এ দেশ রক্ষিতে
যুদ্ধ কার্য্যে ওবা পারগ বেশ।

৪২

এ যৌথ স্থাপনে নাহি প্রাণ দান
বলদৃপ্ত যোদ্ধার নাহি ইথে স্থান
বণিকতায় করি উপায় প্রধান
বণিকতা বলে কার্য্য সফল।

৪৩

প্রসিদ্ধ বণিক ইংবাজের জাতি
বাণিজ্যেব ভানে আসি কবে স্থিতি
বাণিজ্য এদেব সাধন প্রকৃতি
বাণিজ্য হাবালে না ববে স্থিব।

৪৪

বণিককে তাডাতে বাণিজ্যেব নাশ
কন্‌গ্রেস তাই কবিযাছে পাস
না কেহ পবিবে বিদেশীব বাস
পলাইবে যত বণিক বীব।

৪৫

পুবাকালে বাজা শাসন করিত
পুত্র নির্ব্বিশেষে প্রজাবে পালিত
রাজা প্রজা মিলি নেশন গডিত
আত্মীযতা ভাব বাখিত বাজা।

৪৬

রাজ-প্রজা শক্তি ছিল বিদ্যমান
পরস্পর দোঁহে করিত সম্মান
শত্রু হতে বাজ্য রাজ প্রাণ-মান
রক্ষিতে তৎপর থাকিত প্রজা।

৪৭

ভবতেব বর্ষ পৌবাণিক নাম
কবেছিল ইহা একচ্ছত্র রাম
বাজধানী ছিল অযোধ্যার ধাম
ভাবতে তখনও নেশন ছিল।

৪৮

যখন শ্রীরাম দারা ভ্রাতা সহ
পিতৃসত্য পালনেব ভাব দুর্ব্বিষহ
ত্যজিল বিভব ত্যাগ কবি গেহ
সহায—চবিত্র বাহুব বল।

৪৯

দাক্ষিণাত্য ভূমে রাজা যত ছিল
বাহুবলে তাবা সকলে হারিল
প্রজাবর্গ সবে চবিত্রে জিনিল
সকলেই হল বামেব বশ।

৫০

প্রধানেরা বহু অযোধ্যা আইল
উত্তর দক্ষিণ একত্রে মিলিল
এক খণ্ডবাসী অন্যেবে চিনিল
স্বেচ্ছায সকলে বামের দাস।

৫১

বাজভক্তি-রজ্জু প্রজারে বান্ধিল
রাজ-প্রজা শক্তি একত্বে মিলিল
প্রজাশক্তিব রাজা পূজন কবিল
"মহাবীব" আখ্যা দিয়া।

৫২

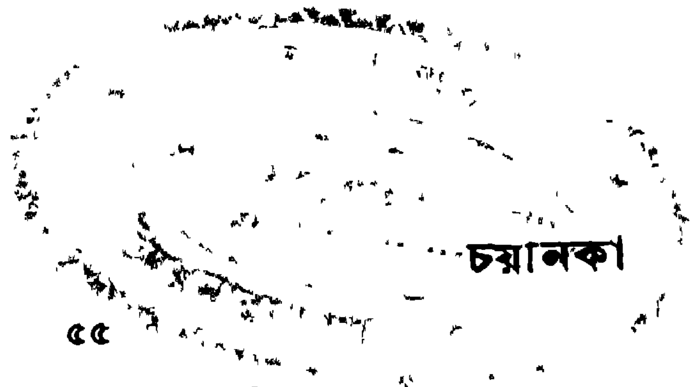
হইলের রাজ-দাস প্রজাশক্তি
দেখালো তাহাকে কি বিপুল ভক্তি
জয় মহাবীব ছুটিল উক্তি
প্রণত সম্ভ্রমে মাথা নোয়াইয়া।

৫৩

বিনা রাজ-শক্তি না হয় শাসন
দণ্ডবিধি বিনা দুষ্টের দমন
সুদুষ্কর হয় শিষ্টের পালন
স্থাপিতে প্রজার শান্তি ও সুখ।

৫৪

বাম রাজ্য প্রেম ভক্তিতে স্থাপন
হইলেও ছিল অসি ধনুর্ব্বাণ
ছিল দণ্ডবিধি শাস্তিব বিধান
সকলই ছিল হবিতে দুঃখ।



৫৫

সে প্রথা এখন আর না রহিবে
প্রজারাই এবে প্রধান এ ভবে
রাজশক্তি নামে যে দ্রব্য থাকিবে
অনুগ্রহ দত্ত প্রজার তাহা।

৫৬

স্বাধীনতা প্রেম হতেছে প্রবল
না চাহিবে কেহ থাকিতে অবল
সমতা নেশার কুহকে বিকল
উদ্ভ্রান্ত আবেশে করিছে হাহা।

৫৭

ত্যজি প্রজা ভাব শাসক শাসিত
প্রত্যেকেই বাজা এ ভাবে গঠিত
এ নব সমাজ হইবে সৃজিত
দণ্ডবিধি ভয় আব না রবে।

৫৮

বাজাব ভাণ্ডার আর নাহি ববে
স্বরাজের রাজ্য করহীন হবে
দ্রব্য ও সামগ্রী যা কিছু থাকিবে
সম অধিকাব সকলে পাবে।

৫৯

আমরা হইব নেশন ত্যজিয়া ব্যসন
চাহি না দুর্দ্ধর্ষ প্রাণ বিসর্জ্জন
সে ভাব করিয়া বৃটিশে অর্পণ
স্থাপিব নূতন শাসন বিধি।

৬০

কিন্তু সদা মনে রেখো এই কথা
সম্প্রদায় গত স্বার্থ পৃথকতা
এদেশে যেমন নাহি অন্য কোথা
সমস্বার্থ বিনা নেশন না হয়।

৬১

ধন্য আমাদের বালকবৃন্দ
ধন্য আমাদের নারী
ধন্য তাহাদের উৎসাহ উদ্যোগ
আত্ম সুখ পরিহরি।

৬২

যে উৎসাহ বলে ত্যজি গৃহ সুখ
পিতা মাতা প্রতি হইয়া বিমুখ
স্বদেশী স্বরাজ্য স্থাপনে উন্মুখ
খদ্দরের বেশ পরি।

৬৩

গাও সবে মিলি গাও উচ্চ রবে
খদ্দরের জয় গাও গাও সবে
পাটনার শিপে নেশন এ ভবে
দেখ—গাও জয় গান ॥

ইতি

সমাজ-তন্ত্র

১

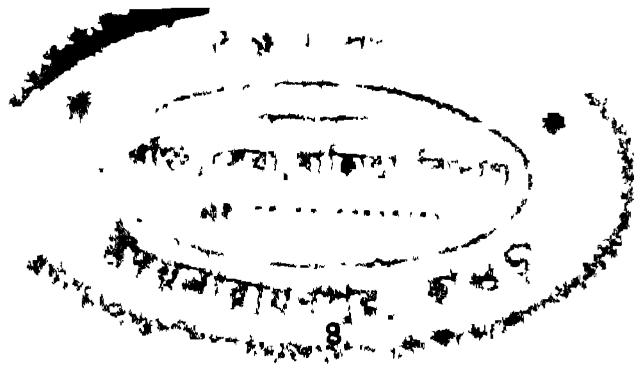
স্বাধীন স্বাতন্ত্র্য সমভাব বাণী
প্রবল প্রবাহে প্লাবিছে অবনী
ছোট বড় আর না রহিবে প্রাণী
ভুলি স্বভাবের অসমতা।

২

নৈসর্গিক বিধি সমতা তো নয়
জীব জন্তু সৃষ্টি অসমতা ময়
জ্ঞান বুদ্ধি কিম্বা সামর্থ্য নিচয়
উচ্চ নীচ ভেদে পূর্ণ পৃথকতা।

৩

বুদ্ধি ও সামর্থ্য জ্ঞানের উচ্চতা
এক হতে অন্যের স্বভাব দীনতা
জন্ম ও হয় লয়ে ভূরি পৃথকতা
দূর করে, কার সামর্থ্য বল।



৪

না ভাবি এসব না করিয়া ধ্যান
উত্তেজিত করা অজ্ঞানের মন
জ্বালাইয়া ঈর্ষা ও বিদ্বেষ আগুন
এক অন্যে ভস্ম করাতে চায়।

৫

এ শিক্ষার মূলে নহে উদারতা
নহে ও প্রকৃত জ্ঞান ও সভ্যতা
এ শিক্ষার যারা বাড়ায় দ্রোহিতা
সমাজের বন্ধু তাহারা নয়।

৬

সম সম রোধে
অসম বিরোধে
প্রবল প্রাধান্য কভু নাহি রোধে
অবল সদাই প্রবল দাস।

৭

ক্ষমতা সম্পদ ভোগ লিপ্সা যত
মানুষের মনে স্বতঃই নিহিত
শম দম শিক্ষা না করে নিহত
মানুষ এদের এতই বশ।

৮

বিজয়ের লিপ্সা কিরূপ প্রবল
প্রাধান্য স্থাপনে মানব মণ্ডল
আত্মজয় নাদে কত যে বিহ্বল
খেলার আমোদে ও প্রাধান্য জয়।

৯

যতদিন নহে এ রিপু দমন
সম্পদ প্রাধান্য সন্তোষ বর্জ্জন
ততদিন নহে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন
ভ্রাতৃত্ব মমত্ব সমত্ব চায়।

১০

আরও সবা কাছে এ মোর জ্ঞাপন
সমাজ পদ্ধতি অথবা শাসন
বিষয় সংস্কার উৎকর্ষ সাধন
সকলই আকাঙ্ক্ষা চেষ্টার ফল।

১১

নিশ্চেষ্ট সমাজে নিশ্চেষ্ট যে জাতি
সে জাতি সমাজ না পায় বিভূতি
বিবর্ত্তের পথে চলেছে প্রকৃতি
মানব উন্নতি আকাঙ্ক্ষা মূল।

১২

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ
পৃথিবী তারকা সমস্ত জগৎ
নিজ নিজ স্থানে সবে রহে স্থিত,
অথচ বিবর্ত্তে সদা চঞ্চল।

১৩

অণ্ডজ স্বেদজ কিম্বা জরায়ুজ
কৃমি কীট পশু পক্ষী ও মনুজ
উদ্ভিদ্ ধাতব অথবা জলজ
অণু পরমাণু সূক্ষ্ম ও স্থূল।

১৪

পরিদৃশ্যমান ভূমণ্ডল মাঝে
যে সকল কিছু হেথায় বিরাজে
সকলই জগৎ, সকলেরই মাঝে
বিবর্ত্তন শক্তি, সকলই চঞ্চল।

১৫

ক্রম বিকাশের যে রীতি বিধান
নিসর্গ প্রকৃতি করিছে নির্ম্মাণ
ক্রম বিকাশের সে পন্থা গ্রহণ
সমাজ সংস্কারে কেন না কর।

১৬

চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ উপগ্রহগণ
নিজ নিজ কেন্দ্রে করি অবস্থান
এ উহারে টানি করিছে ভ্রমণ
সংঘর্ষে তাদের বিশ্বের নাশ।

১৭

সমাজের মাঝে সম্প্রদায় যত
তেমতি থাকিয়া স্ব স্ব কেন্দ্রভূত
সংঘর্ষ ত্যজিয়া হউক ধাবিত
উন্নতির পথে—নিয়ম বশ।

১৮

স্বত্ব ও সম্পত্তি জ্ঞানের উদয়
সমাজের আদি যে ভিত্তি নিচয়
প্রভাবে যাহার স্থির বৃত্তি হয়
মানব পশুত্ব ত্যজি।

১৯

নিজ নিজ স্বত্ব সম্পত্তি সম্ভোগ
স্বত্ব সম্পত্তির রক্ষণ বিয়োগ
সমাজের আদি এ বিধি নিয়োগ
সমাজ থাকে না এসব বিনা।

২০

প্রাণ ও সম্পত্তি বিষয়ে সংযম
সম্পত্তি সম্পদ হলেও অসম
পরস্পর প্রতি এ চির নিয়ম
হইতে খণ্ডন এ সবে দিওনা।

২১

প্রলয় বিপ্লব আসুরিক প্রথা
অনর্থ বহুল, আনে বহু ব্যথা
বধ ও পীড়ন হিংসা নির্ম্মমতা
প্রলয় বিপ্লবে অশেষ ক্লেশ।

২২

দানবের বল দজ্জালেব ছল
জ্বালাইয়া দ্রোহ বিদ্বেষ অনল
নাশ করে, ওরা এতই প্রবল
দনুজ দজ্জালে দিও না দেশ।

বেহারে বাঙ্গালী আমি

কেউ এসেছিল চাকরী করিতে
কেহ বা উকীল হয়ে।
হাকিমের কাজে কেহ এসেছিল
কেহ বা ব্যবসা লয়ে॥

২

মাষ্টারি করিতে আসিয়াও কেহ
ছাড়লো না বেহার ভূমি।
তাদেরই বংশের আমি একজন
বেহারে বাঙ্গালী আমি॥

৩

প্রথমে বৃটিশ রাজ্যের পত্তন
বাঙ্গালা বেহারে যবে।
রাজ্যের চালক রাজ কর্ম্মচারী
কোলকেতায় থাকিত সবে

৪

নবাবী আমলে ছিল যে জবান
উর্দ্দু ফারশী দেশে।
ইংরিজির হিড়িকে উঠে গেল ক্রমে
ইংরেজের আমলে এসে॥

৫

দেশ বিদেশের সাহেব এসে
কোলকেতায় খুল্‌লো কুঠী।
ব্যবসার জায়গা কোলকেতা নগর
হয়ে উঠলো পরিপাটী॥

৬

নিকটেও এর মা গঙ্গার সনে
সমুদ্রের সমাবেশ।
জাহাজেতে করে আমদানী রপ্তানী
সুবিধাও হেথা বেশ॥

৭

পাঁচশ মুণি হাজার মুণি
নৌকা কিস্তি ভড়।
বোঝাই নিয়ে গঙ্গা বয়ে
আসত নিরন্তর॥

৮

সাহেব সদাগর আসলো অনেক
খুললো আফিস হেথা।
আমদানী রপ্তানি বাণিজ্য ব্যবসার
তারাই হলো মাথা॥

৯

কোলকেতাতে সাহেব সদাগরের
হউস অফিস যতো
চিঠি পত্তর থেকে হিসেব কিতেব
ইংরিজিতেই সব হতো॥

১০

কাজেই যত সওদাগিরি
কুঠি হউস খুললো
ইংরিজি জানা ক্লার্ক কেরাণীর
দরকার সেথা হলো॥

১১

পুঁজি পাটার কোন দরকার ছিলনা
কেরাণী হইতে গেলে
চাকরী হতো গোটাকত কেবল
ইংরিজির কথা শিখলে॥

১২

ফাষ্টবুক সেরে সেকেণ্ড বুক ধরে
স্পেলিং বুকখানা পড়া
লেনিজ গ্রামার এর ওপর হলে
বিদ্যা হইত কড়া ॥

১৩

আজকালের মত ইস্কুল কলেজ
ছিল না তখন দেশে
বিদ্যাসাগরের বোধোদয়ও
পৌঁছেনি তখন এসে ॥

১৪

পাত্তাড়ি বগলে পোড়োদের দল
গুরুমশায়ের কাছে যেত।
সকালে বিকেলে রোজ দুই বেলা
পাঠশালা সেথায় হ'ত ॥

১৫

জ্যামিতি ভূগোল কাব্য ব্যাকরণ
দর্শন বিজ্ঞান তথা।
নাম পর্য্যন্তও জান্‌তো না কেউ
পড়া তো দূরের কথা ॥

১৬

ছিল না সেকালে টাইপ রাইটার
ডুপ্লিকেটার কল।
সবই হত হাতের লেখায়
তাই-ই ছিল সম্বল॥

১৭

হাতেরই হরফ দেখিয়ে তখন
কেরাণী বাছাই হত !
মুক্তোর মত হরফ হলে
চাকরী সদাই হত॥

১৮

Spelling বুকের অনুগ্রহ বলে
ইংরিজিতে কথা কইতে।
সেকেলে বাবুদের আটকাতো না কিছু
কেবল মুস্কিল হত লিখতে॥

১৯

বৃদ্ধ মা মরাতে কেরাণী একজন
পারবে না আফিসে আসতে
খালি গায়ে পায়ে বড় সাহেবের
কাছে গেল ছুটি চাইতে॥

২০

Mother die father weep
My medicine is,
Empty body legs no shoes
begging leave, sir, reason this.

২১

Hindu we Shradh must make
Therefore sir, leave take,
Many money wanted I poor man
You father, you mother I poor damn.

২২

আনত মস্তকে কৃতাঞ্জলি পুটে
বলে মুখ করি ম্লান,
You father, you mother
I poor damn.

২৩

কথাটা এক রকম বুঝে নিল সাহেব
কেরাণীর মা মরেছে।
খালি গায়ে পায়ে আসবে না আফিসে
এ কথাটাও নিল বুঝে॥

২৪

কিন্তু কি মতলব ধরে Medicine is
বুঝতে না পেরে তাহা।
বড়বাবুকে, ডেকে জিজ্ঞাসিল
কি মতলব ধবে ইহা ॥

২৫

বড়বাবু যিনি সাবেক কালের
হিন্দু কলেজে পড়া তার।
বুঝালেন সাহেবে Mourning হয়েছে
মৃত্যুতে ইহার মার ॥

২৬

বড়বাবু এসে ননীকে জিজ্ঞাসে
কি কথা বলিয়াছিলে।
বৃদ্ধ মা মরাতে ওসুদ হয়েছে
ছুটী চাহিয়াছি,—বলে ॥

২৭

মারা গেছে মা বাবা কাঁদিতেছে
ওসুদ হয়েছে আমার।
খালি পায়ে আব ওসুদ গায়েতে
আফিসেতে আসা ভার ॥

২৮

সাহেবের কাছে যা কিছু বলেছি
সকল কথারই মানে।
Spelling বুক দেখে ঠিক করে কথা
আসিয়াছি এইখানে॥

২৯

ওস্বুদের মানে Spelling বুকেতে
Medicine আছে লেখা।
মুখস্ত করিয়া এসে সাহেবের
ঘরে গিয়া করি দেখা॥

৩০

বড়বাবু বলেন দূব হতভাগা
এও কি শেখাতে হয়।
বাপ মা মরার যে ওস্বুদ বলে
খাবার ওস্বুদ তা নয়॥

৩১

Medicine হয় খাবার ওস্বুদ
মরার ওস্বুদকে বলে Mourning.
ভুলোনাকো এতে "ম"য়েতে ওকার
নহে good morning এর morning.

৩২

হিঁদু শাস্তরের অশৌচ কথাটা
বাংলার দেশে এসে
বাংলা দেশের জল হাওয়ার গুণে
দাঁড়াল ওসুদে শেষে

৩৩

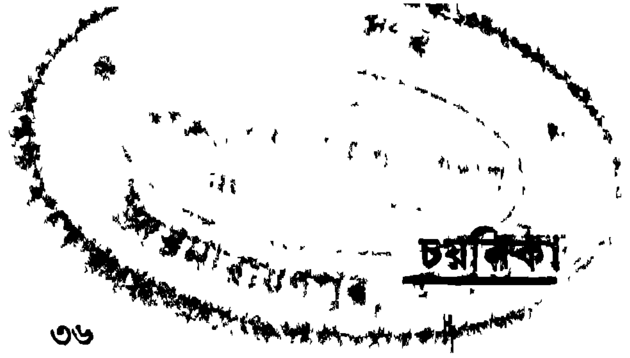
জনমে ওসুদ মরণে ওসুদ
বাংলার ঘরে ঘরে।
যে কদিন বাঁচে পিলে ম্যালেরিয়ায়
অসুদ ছাড়ে না তারে॥

৩৪

অন্নের সংস্থান, সহজ সাধন
কেরাণী গিরিতে হয়।
কেরাণী হবার উল্লাস উত্তোলে
ছাইলে বাংলাময়॥

৩৫

কেরাণী তোয়েরীর ও কারখানা অনেক
খুললো বাংলা দেশে।
চারিদিক থেকে উমেদওয়ারের দল
নাম লেখায় তাতে এসে



৩৬

কারখানা থেকে বার হলেই
চাকরি লেগে যায়।
কেরাণীগিরিব সাধ বাসনার
তুফান বাংলা ময়॥

৩৭

বাংলা হতেই রাজ্য বিস্তার
কোলকেতায় রাজধানী।
কোলকেতা থেকেই, ছুটতো চারদিকে
রাজ্যচালন বাণী॥

৩৮

খুলতে লাগলো কোলকেতাতে
সবকারি দপ্তর।
ক্লার্ক কেরাণীরা সেথায়ও হতো
দরকার নিরন্তর॥

৩৯

ক্রমে ক্রমে বাড়তে লাগলো
জেলা ডিভিসন।
কোম্পানীরও বাড়তে লাগলো
রাজ্যের আয়তন॥

৪০

কারখানার জোয়েরি মাল
বাংলা দেশের মত।
অন্য কোথাও সেকালেতে
পাওয়া নাহি যেত॥

৪১

কাজে কাজেই আর যে দেশে
কেরাণীর দরকার হলো।
বাংলা হতেই কেরাণীর
সরবরাহ হতে লাগলো॥

৪২

বাংলা হতে বেহার সেবে
উত্তর পশ্চিম হয়ে।
যে কজন রৈলো বাকী
পৌছিল পাঞ্জাবে গিয়ে॥

৪৩

উর্দ্দু ফার্সি ছিল আগে
জবান কাছারিব।
তাতেই হতো উকীলের
বহস্ তকরীর॥

৪৪

আইন কানুন হুকুম নজীর
সরকারী ঘোষণা।
ইংরিজিতে সবই হয়
ইংরিজি চাই জানা॥

৪৫

ইংরিজি জানা উকীলের
কদর হলো ভারি
কোমর বেঁধে উকীল হয়ে
বেরুল বাংলা ছাড়ি॥

৪৬

বেহার বাংলার একই শাসন
হাইকোর্টও এক।
বেহারে বাঙ্গালী হাকিম
আসিল অনেক॥

৪৭

সাবেক কালের উর্দ্দু জানা
হাকিম উকীলের দল।
ইংরাজি না জানার জন্যে
হলেন বেদখল॥

৪৭

খালি মাঠ দেখে উকীল
এলো দলে দলে।
পরিপূর্ণ হলো বেহার
বাঙ্গালী উকীলে॥

৪৮

ওকালতী কাজটাও এরা
করতে লাগল ভাল।
শ্যামচাঁদে হক জায়দাদ
রামচাঁদে দেওয়াল॥

৪৯

বেহারে ইংরিজি পড়া
বাড়তে লাগল যত।
বাংলা থেকে মাষ্টারমশায়
আমদানী হলো তত।

৫০

জেলায় জেলায় এসে বসলো
ডাক্তারের দল।
কেউ বা চালায় ডিস্‌পেন্‌সারি
কেউ বা হাঁসপাতাল॥

৫১

চাকর সস্তা দাই সস্তা
সস্তা গণ্ডার দেশ।
খাবার জিনিষ ও সব পাওয়া যায়
দামও সস্তা বেশ॥

৫২

গরুর দুধ টাকায় ষোল
মহিষের বিশ সের।
আড়াই তিন সের ঘি এক টাকায়
তরকারিও ঢের॥

৫৩

মাছ মাংসের একই দর
দেড় আনা সের।
আধ আনা সের চুনো পুঁটী
অন্য মাছও ঢের॥

৫৪

সাতাস গণ্ডা পয়সা টাকায়
আটাশ গণ্ডাও হয়।
খরচ করে শেষ করা তার
হয়ে উঠতো দায়॥

৫৫

জল হাওয়াও মন্দ নয়
দেশে ম্যালেরিয়া।
এসব দেখে বাঙ্গালীরা
ছাড়ে দেশের মায়া।

৫৬

সস্তা গণ্ডার প্রলোভন
ম্যালেরিয়ার গ্রাস।
বেহার ভূমে বাঙ্গালীর
করাল আবাস॥

৫৭

ভেবেছিল এইরূপে
কেটে যাবে কাল।
ভাবেনি যে ভবিষ্যতে
ঘটিবে জঞ্জাল॥

৫৮

বাঙ্গালীর সে সুখের দিন
নাইকো হেথা আর।
না আছে সে খাতির জমা
না আছে রোজগার॥

৫৯

বাঙ্গালীর যে রোজগারের পথ
চাকরী ওকালতী।
প্রবেশ দ্বার বন্ধ একের
অন্যে ঘোর দুর্গতি॥

৬০

ইংরিজি পাশ করা সেথা
হয়েছে অনেক লোক।
এদেরও সেই বাঙ্গালীর মত
চাকরির দিকে ঝোঁক॥

৬১

বেহারীরই দেশ বেহারেরই ধন
বেহারেরও যত চাকরি।
ন্যায্যমত হয় তাহাদেরই হক
তাহারাই অধিকারী॥

৬২

অযোধ্যা কোশল মদ্র
পাঞ্চাল সুরশেন।
এসব থেকে এলেও হয়
বেহারী গনন॥

৬৩

কিন্তু একশো দুশো বছরের
বাসেও বাঙ্গালীব।
বাঙ্গালীরা কেমন একরকম
সদাই ফরেনার ॥

৬৪

ব্যবসার গদি বাঙ্গালীর যা
মোকামে মোকামে ছিল।
রেল খোলার পর মাড়ওয়ারির আসায়
সে সব উঠে গেল ॥

৬৫

রেল খোলবার আগের কালে
বাঙ্গালী যে সব।'
থেকে যেতো পশ্চিম দেশে
মিশুক স্বভাব ॥

৬৬

উদার ভাবে মিশতো তারা
সে দেশীদের সনে।
আপনা আপনি ভাব একটা
জাগতো দুইয়ের মনে ॥

৬৭

সে রকম ভাব উঠে গেছে
রেল খোলবার পরে।
সকল জায়গায়ই দুজন দশ জন
বাঙ্গালী বাস করে॥

৬৮

সুয়েজ কেনাল খোলবার পর
বদ্‌লাল যেমন।
এদেশ বাসী সাহেবদের
চাল ও চলন॥

৬৯

আলবোলাতে তামাক খাওয়া
হুক্‌কা বরদার।
খুস্‌ করতো দিল, থাম্বিবা
আর তাম্বাকু মজেদার॥

৭০

হোলির মজলিসে বসে
নাচ তামাসা দেখা।
দেশীদের সঙ্গে রঙ্গে
আবীর মুখে মাখা॥

৭১

চাঁদির ফর্‌সি গুড়গুসি যায়
আল্‌বোলা বিশ হাত।
দওরা ভ্রমণ কালেও
থাক্‌তো সাহেবদের সাথ॥

৭২

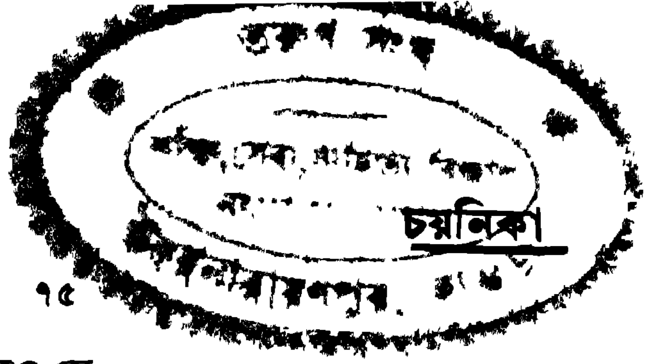
সুয়েজ রাস্তা খুল্‌লে সাহেব
আসে দলে দলে।
ইংরেজ ইংরেজ পেয়ে
তাদের সঙ্গেই মেলে॥

৭৩

উঠে গেল আগের কালে
যে সব ছিল বাত।
উঠে গেল ইংরেজের
দেশীয় সহুবত॥

৭৪

বাঙ্গালার বাইরে আছে
যতেক প্রদেশ।
বাঙ্গালীর সঙ্গে কারও
নাইকো সমাবেশ॥



৭৫

দশ বছর বাস কল্লেও সে

সে দেশের লোক নয়।

শুক্‌নো সোলার টুক্‌রোর মত

সদাই ভেসে রয়॥

৭৬

বাঙ্গালীকে থাক্‌তে দিতে

কেহই রাজী নয়।

মনে মনে ইচ্ছা সবার

ছেড়ে চলে যায়॥

৭৭

কলনিতে ইণ্ডিয়ান্‌দের

হক্ অধিকার রোধ।

এইটে দেখে যে বাবুরা

দেখান বিষম ক্রোধ॥

৭৮

রাজার প্রজা, সব জায়গায়

সমান অধিকার।

কোথা থেকে আসে তার

নাইকো বিচার॥

৭৯

এই তো হলো বাক্য বিচার
অন্যদের বেলা।
বাঙ্গালী দেশের বেলা কিন্তু,
উলটে যায় সে খেলা॥

৮০

পঁচিশ টাকার চাকরি নিয়ে
ঘোর আন্দোলন।
সংবাদ পত্রে বেরোয় লীডার
গভর্ণমেণ্ট ভয়ে খুন॥

৮১

তাঁরাই আবার মহারবে
চীৎকার করেন আর।
এ দেশের আমরা সবাই
নেশন ইণ্ডিয়ার॥

৮২

চার দিক থেকে লক্ষ লোক
বাঙ্গালীর দেশে এসে,
লক্ষ টাকা ক্রোর টাকা
রোজগার করে বসে॥

৮৩

এত পড়া বাঙ্গালীর, কিন্তু
আসল শিক্ষার দোষে,
বিশ টাকাও তিরিশ দিনে
ঘরে নাহি আসে।

৮৪

এণ্ট্রেন্স্ থেকে এম্ এ পাশের
সনদ ডিগ্রি কত।
পকেট ভরা ডিগ্রি নিয়ে
ঘোরে অবিরত॥

৮৫

মাথা ভরা বিদ্যা আর
মনটা ভরা জ্ঞান।
এ সব ভরা থাক্লেও তো
খাবার প্রয়োজন॥

৮৬

জ্ঞান বিদ্যা যা হাসিল কচ্চ
চাই তো রাখবার স্থান।
স্থান না দিতে পারলে ওদের
(মিছে) কেন ওর সাধন॥

৮৭

প্রাণটাও চাই রক্ষা করা
সবার বড় প্রাণ।
শরীর না থাক্‌লে প্রাণ থাকে না
করে সে প্রয়াণ॥

৮৮

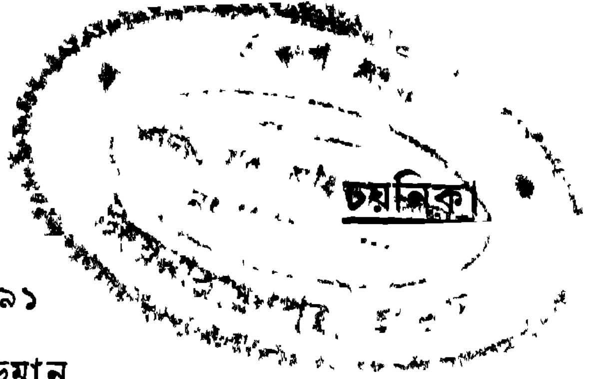
সব চেয়ে তাই শরীর বড়
রক্ষা করা চাই।
শরীর থাক্‌লে সবই থাকে
নইলে কিছুই নাই॥

৮৯

এরে রাখ্‌তে অর্থের দরকার,
অর্থ রোজগার চাই।
রোজগারের যে হাজার উপায়
বাঙ্গালীর অভাব তাই

৯০

তাই বলি হে বঙ্গবাসী
শোনো এই কথা।
না করলে পাশ বি-এ, এম্‌-এ
নহে জীবন বৃথা॥



৯১

বংশগর্ব্বজাত অভিমান
এ সব খেয়াল ভোলো।
রোজগারের পথ হাজার আছে
সেই পথ ধরে চলো॥

৯২

ছেলেকাল থেকে না শিখলে
কাজ শেখা ত যায় না।
শরীরটাকে না খাটালে
খাটবার অভ্যাস হয় না॥

৯৩

আরও তো আছে অনেক দেশ
আছেও অনেক জাত।
ধন সম্পদেও বড় কত
দানেও মুক্ত হাত॥

৯৪

তাদের কি নাই জ্ঞান বিদ্যা
ইজ্জত অভিমান ?
কুলির মতো খাটতে তারা
ভাবে না অপমান॥

৯৫

মসিজীবি ও বাক্যজীবি
বাঙ্গালী বাবুদের,
বাঙ্গালার বাইরে ছিল যা
উপায় রোজগারের—

৯৬

চলে যাচ্ছে দেখে, পড়ে
বিষম ভাবনায়।
সতৃষ্ণ নয়নে শেষে
বাংলার দিকে চায়॥

৯৭

দেশের সহিত সম্পর্ক, তা
অনেক আগে গেছে।
ঘর বাড়ী যা ছিল আগে
ভূমিসাৎ হয়েছে॥

৯৮

প্রবাসেতে ধাক্কা খেয়ে
দেশে আস্‌তে চায়।
স্থান না পেয়ে নিরাশ মনে
ফির্‌তে বাধ্য হয়॥

৯৯

অন্নেরও সংস্থান নাহি বাঙ্গালায়
নাহি বাস, নাহি ভূমি,
তাদেরই বংশের আমি একজন
বেহারে বাঙ্গালী আমি।

বিশ্ব বিজয়ে ব্যাপৃত আমরা

প্রথম শাখা

১

বিশ্ব বিজয়ে ব্যাপৃত আমরা,
না যদি আমরা ? তবে বল কারা ?
নিসর্গ প্রকৃতি জল বায়ু ধরা
পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত কার ?

২

প্রাণী জগতের প্রাণিগণ মাঝে
উপযোগী যারা মানুষের কাজে,
মানুষের কাছে স্বাধীনতা ত্যজে
মানব কর্ম্মের বহিছে ভার ?

৩

বিদ্যুৎ, বিজলী, আগুন, বাতাস
শক্তিপুঞ্জ, তেজ, পৃথিবী, আকাশ
আমাদের এতে প্রভুত্ব প্রকাশ,
নর জয় বার্ত্তা এরাও ঘোষে।

৪

এদের ধরিয়া নিজ বশে আনা
স্বকার্য্য সাধনে এদের যোজনা
নিত্য নবরূপে করিছে ঘোষণা
নব অধিকার নবীন বেশে।

৫

প্রচণ্ড প্রবল বিজলীকে ধরি
ক্ষুদ্রতার মাঝে অবরোধ করি
অরুদ্ধ দশায় ও গগন উপরি
কতবিধ কাজ করি সাধন।

৬

কল কারখানা, নানা যান পোত
বিজলী ধরিয়া চালাতেছি রথ
আলোকিত করি ঘর বাড়ী পথ
দাসভাবে বার্ত্তাও করাই বহন।

৭

গজ বাজী উষ্ট্র গর্দ্দভ মহিষ
গাভী বলীবর্দ্দ কুকুর ও মেষ
সকলেই সেবে বিধানে অশেষ
সকলেই সাধে মানব কাজ।

৮

ইঙ্গিতেতে চলে, ইঙ্গিতেতে রয়
প্রাণপণে খাদ্য মানুষে যোগায়
দুগ্ধবতী যারা মানুষে খাওয়ায়
নাহি পায় তার শাবক যারা।

৯

ভূমির কর্ষণ, শস্যের বপন
দ্রব্য সম্ভারের বহন নয়ন
রথ শকটের বাহন বহন
কি কার্য্য সাধন না করে তারা ?

১০

উগ্র তপনের প্রচণ্ড কিরণ
প্রাবৃটের সেই অজস্র বর্ষণ
প্রচণ্ড শিশিরের হিম বরিষণ
সহে সকলেই মানব তরে।

১১

সাহারার চণ্ড তপ্ত মরুদেশ
পৃষ্ঠে লয়ে পণ্য পেয়ে বহু ক্লেশ,
ক্ষুধা ও তৃষ্ণার না দেখায়ে লেশ
ভেদ করে উষ্ট্র কাহার তরে ?

১২

তরু লতা গুল্ম ওষধি নিচয়
খাদ্য ও ঔষধ মানুষে যোগায়
নানা উপাদান এসবেও দেয়
ঘর, বাড়ী, যান, ইন্ধন তরে।

১৩

ভূগর্ভ প্রোথিত ধাতু যত আছে
শিলা শুক্তি শম্বু সমুদ্রের মাঝে
প্রয়োজন যাব মানুষের কাছে
মানুষের কাজ এরাও করে।

১৪

নর আধিপত্য বিজয়েব বাণী
স্থল, বায়ু, জল, বাষ্প, তেজ, প্রাণী
বিজলী, বিদ্যুৎ, আকাশ, অবনী
সকলেই ভাষে, কবে প্রকাশ।

১৫

কিন্তু যে প্রভুতা নিজের উপর
সাধন করেছে, করিছেও নর
বাহ্য জগতের জয় অধিকার
ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতম তার সকাশ।

দ্বিতীয় শাখা

১৬

স্বষ্টিকর্ত্তা বিভু ব্রহ্মাণ্ডের পতি
নাহি বুঝি প্রভু কিবা তব মতি
স্বষ্টি মাঝে তব কিবা কার গতি
কেন বা স্বষ্টি কেন বা লয় ?

১৭

অনাদি হয়ে যে আদি প্রকাশিলে
যবে এ সগুণ প্রকৃতি স্বজিলে
গুণ প্রক্রিয়ার ও নিয়ম করিলে
নিসর্গ প্রকৃতি চলিয়ে যায় ।

১৮

যে নিয়ম বলে যোগ বিশ্লেষণ
যাহা হতে হয় উদ্ভব পালন,
স্বষ্টিপুঞ্জ যাতে হয় বিবর্ত্তন
প্রকাশিয়া ভূত মায়া বিকাব

১৯

ধ্বংস বিলোপতা স্বষ্টি বিধি নয়
প্রকৃতির গুণ প্রকৃতিতেই রয়
বস্তুমাত্র যোগ-বিশ্লেষণ-ময়
প্রকৃতি ও ভূত সদা অমর ।

২০

সত্য যদি ভূত নিত্য ও অমব
জীব জীবাকার কেন তবে মব
দুঃখ ও বেদনা কেন সহে নব
মৃত্যু ও জীবন কেন বা ভবে ?

২১

জ্ঞান মন আত্মা বিবেক বিচাব
এ সকল তবে কার অধিকাব ?
জড় প্রকৃতিব এবা কি বিকার,
জ্ঞান ও চিন্তা কি সম্ভবে জড়ে ।

২২

সুখ-দুঃখ-ভোগ যাতনাব জ্ঞান
কোথা হতে আসে, আসে কি কাবণ
প্রাণ ও আত্মার একি বিশেষণ
অথবা সম্ভবে জড়ে ?

তৃতীয় শাখা

২৩

নর বপু প্রভু কবিয়া সৃজন
আবোপিয়া তাতে প্রাণ ও জীবন
সঞ্জীপিলে তাহা অর্পিয়া চেতন
অন্য জন্তু সহ রাখিলে তারে ।

২৪

শক্র শ্বাপদের মাঝে সংস্থাপিলে
শ্বাপদের শক্তি কিন্তু নাহি দিলে
নখ দন্ত শৃঙ্গ খড়্গোও বঞ্চিলে
সদা ভীত প্রাণ ও জীবিকা তরে.

২৫

পশু ভাবে থাকি পশু বৃত্তি ধরি
হিংস্র পশু মত আহার্য্য আহরি
ভূগর্ভ বিবরে, গুহা বৃক্ষোপরি
কাটাত জীবন আদিম নর।

২৬

অরণ্যেতে বাস, বনে বিচরণ
পশুদের মত শয়ন ভোজন
স্বার্থ ও জিঘাংসা শ্বাপদ মতন
শ্বাপদেরও হেয় মানুষ ছিল।

২৭

পরিত না বাস ছিল না আবাস
পশুবৃত্তি সদা পশুমত আশ
শ্বাপদেরও ত্যাজ্য স্বজাতির মাস
(কিন্তু) নরমাংস নরে লাগিত ভাল।

২৮

আর যত জীব আছে ভূমণ্ডলে
প্রাকৃতিক একই নিয়মেতে চলে
প্রাকৃতিক চেষ্টা ও স্বভাব সকলে
আদি জাতি ভাব এখনও ধরে।

২৯

সে নিয়ম কিন্তু লঙ্ঘিয়া মানব
উন্নতির স্রোতে ত্যজি পূর্ব্বভাব
সচেষ্ট দমিতে পশুবৃত্তি সব
নহে কি মানব উন্নতি পথে?

চতুর্থ শাখা

৩০

প্রভু জগদীশ কর নিরীক্ষণ
এবে ভূমিতলে করে বিচরণ,
একি সেই নর? যাহারে সৃজন
করে রেখেছিলে এ ধরা মাঝে।

৩১

যে নিজ উন্নতি দেখান মানব
নহে কি তার নিজ সাধন এসব,
চেষ্টা, বুদ্ধিবল হতে কি উদ্ভব
করে নি কি নর আপন তেজে?

৩২

পরস্পব মধ্যে প্রেম ভালবাসা
সামাজিক বিধি বাণিজ্য ব্যবসা
সৌধ, অট্টালিকা, বেশভূষা, ভাষা
রাখে নি কি সব যে যেথা সাজে ?

৩৩

দয়া ও কারুণ্য নৃশংসতা স্থলে
অহিংসা মমতা জিঘাংসা বদলে
সুখ ও সমৃদ্ধি বর্ব্বরতা স্থলে
নহে কি চেষ্টিত লভিতে নর ?

৩৪

লোক শিক্ষা হেতু এসেছিলে যবে
নররূপে ধাতা অবতরি ভবে
স্থল জলগামী যানের অভাবে
যে দূরত্ব পথ রোধিল তোমার।

৩৫

সে দূরত্ব এবে না রোধে গমন
ভূমি, জল, বায়ু করে পথ দান
বক্ষ গর্ভ ভেদি চলে পোত যান
নররথও এবে ভ্রমিছে দিবে।

৩৬

ন্যায়, দয়া, সত্য শিক্ষাব বিস্তার
যদি কবিবারে এবে হও অবতার
স্বচ্ছন্দে ভ্রমিবে সাগব কান্তার
যে যান চাহিবে সকলই পাবে।

৩৭

তাই বলি প্রভু দেখ মনে ভেবে
কি দশায় নরে পাঠাইয়াছিলে ভবে
কি দশায় তারে দেখিতেছ এবে
পূর্ব্ব হতে দীন অদীন কিবা ?

৩৮

মানুষের হাতে যেই মূলধন
দিয়া এ ভুবনে করিলে স্থাপন
তা হতে কি কিছু করেছ অর্জ্জন
সুখ কিম্বা দুঃখ এনেছে ভবে ?

৩৯

বিশ্ব বিজয়ের যে সগর্ব্ব বাণী
বর্ণিতেছে নর সামর্থ্য কাহিনী
কক্ষে বক্ষে চিহ্ন বহিছে অবনী
নহে কি নরের স্বকীয় অর্জ্জন ?

পঞ্চম শাখা

৪০

অকৃতজ্ঞ নর, মিথ্যা গর্ব্ব তব
সুখ ও সমৃদ্ধি প্রাধান্য বিভব
যে বলে সাধন করিলে এ সব
পাওনি কি তাহা সৃজন কালে ?

৪১

সত্য বটে নর সৃজন-কালে
শ্বাপদের বল বপুতে না পেলে,
কিন্তু বিনিময়ে তার যে শক্তি পাইলে
তুচ্ছ কি তা হতে নহে পশুবল ?

৪২

যে অবাধ বুদ্ধি বিবেক পাইলে
নহে কি সে বুদ্ধি বিবেকের ফলে
নর বিশ্বজয়ী সামর্থ্য ও বলে
অভাবে শ্বাপদ পশু ?

৪৩

আত্ম বিজয়ের শ্লাঘার বচন
নাহি মুখে নর এনো কদাচন
পশুবৃত্তি নহে এখনও দমন
বহুকার্য্যে তুমি এখনও পশু।

৪৪

কাম ক্রোধ দ্রোহ স্বার্থ নির্ম্মমতা
পশুদের মত কলহ প্রিয়তা,
পূর্ব্বকার মত এদের বশ্যতা
এখনও তোমার রয়েছে নর।

৪৫

অর্থ সম্পদের ভোগলিপ্সা কাছে
মিথ্যা প্রবঞ্চনা জল্পনা শিখেছে
স্বার্থবৃত্তি আরও প্রবল হয়েছে
পূর্ব্ব সরলতা আছে কি আর ?

৪৬

সত্য করিয়াছ সমাজ গঠন
কিন্তু সে সমাজে থাকে কয়জন ?
স্বার্থপরতা কি, না তার বন্ধন
কলহ কল্লোল বিহীন কি তাহা ?

৪৭

সমাজে সমাজে সম্প্রদায় ভেদে
স্বার্থ অহঙ্কারে প্রদীপ্ত বিবাদে
সবলের কৃত পড়িয়া বিপদে
অবল যে সে কি করে না হা-হা ?

৪৮

বিশ্ব সমবায়ে সমাজ সৃজন
করেছ কি বিশ্বে ভ্রাতৃত্ব স্থাপন,
ঈর্ষা, দ্বেষ, লোভ অন্য নির্য্যাতন
ছেড়েছ কি সব বিজয় স্পৃহা ?

৪৯

এখনও তো সেই মানুষে মানুষে
অবরুদ্ধ আছে কলহের ফাঁসে
মানুষও কাতর মানুষের ত্রাসে
রক্ষিতে জীবন ধন ?

৫০

সত্য বটে নর করেছ গঠন
সৌধ অট্টালিকা বাসের কারণ
নানা বেশ ভূষা, নানা আয়োজনে
ভোগ বিলাসের তরে।

৫১

সত্য করিয়াছ বাণিজ্য স্থাপন
সভ্য জগতের নিত্য প্রয়োজন,
লক্ষ্য কি তার শুধু ধনার্জ্জন
পরদুঃখ ক্লেশ রাখে কি মনে ?

৫২

অর্জ্জনেব বীতি ছিল আগে বলে
উপার্জ্জন এবে কলে কৌশলে
নহে কি অর্জ্জন বৈষম্যের ফলে
কোটীপতি এক, কোটী ভিখারী ?

৫৩

ব্যবসা বাণিজ্য সম্পদের পথ
পোত শকটাদি বহুযান রথ
দূরত্ব যাহাতে নাহি রোধে পথ
এ সবও কবেছ উল্লাসভরে।

৫৪

কিন্তু সাধন এসব যে বুদ্ধির বলে
সে অবাধ বুদ্ধি কার কাছে পেলে
উপাদান ও সব কে তোমায় দিলে
একবার মনে ভাব।

৫৫

সুখ বিলাসের সামগ্রী সম্ভাব
প্রস্তুতে যাহাবা খেটে খেটে সার
কয় জন পায় সম্পূর্ণ আহার,
যা হতে প্রস্তুত তার।

৫৬

ভোগ বিলাসের উন্মত্ততাভরে
ধনী ও বিলাসী দম্ভ অহঙ্কারে
দরিদ্রতা ক্লিষ্ট দুর্ভাগা অন্তরে
ঢালে না কি ঘৃণা তাচ্ছিল্য বিষ ?

৫৭

সভ্যতা উন্নতির মূল শিক্ষা তব
নহে কি অর্জ্জন সম্পদ বিভব
অর্থহীন হলে নহে কি মান
সমাজে তোমার হেয় ।

৫৮

যে দয়া করুণা অহিংসা মমতা
স্থাপনের তব সগর্ব্ব বারতা
সত্য কি এ সব দয়া অহিংসতা,
ক'জনের মনে প্রিয় ।

৫৯

লক্ষ লক্ষ জীব বধ অনুক্ষণ
করিবারে নিজ উদর পূরণ
দেবতা ও ঈশের নামেও হনন
করিছ নিত্য কত ।

৬০

ক্রীড়া সুখ হেতু শিকারেতে ধাও
জীব বধি তাহে বহু সুখ পাও
বধব্রতে বণ নির্য্যাতনে ধাও—
আদিম নরের মত।

৬১

অকৃতজ্ঞ নর প্রগল্‌ভ চীৎকার
বিশ্ববিজয়ের নাহি সাজে তার
বিশ্ব রহস্যের কণামাত্র যার
এখনও তো নহে জ্ঞাত।

৺পুরীধামে জনৈক ভদ্রলোকের আগ্রহে লিখিত।

১

মন্দিব তব নীল অচল
প্রক্ষালিছে নীর নীল সচল
অচল সচল সমাবেশ স্থল
কি শিক্ষা ইহাতে হবে ?
চলের সনে অচল মিলিয়ে
কি শিক্ষা দিতেছে নবে ?

২

অনন্ত বিশ্ব মন্দির যার
অগণ্য জ্যোতিষ্ক তাবকা হার
চন্দ্র ও সূর্য্য খচিত যাব
ছড়া উঠেছে অনন্ত পথে
অসীম আকাশ পরে।

৩

হস্ত পরিমিত গড়ি আবাস
রাখিবে তোমারে এই মনে আশ
অবোধ মানুষ করে আয়াস
অসীমে রাখিতে সসীমে ঘেরি।

৪

বিপুল বিশ্বে সহাস আস্যে
প্রত্যেকের কাছে স্থিতি
তথাপি হে বিভু, বিদেহ
স্পর্শ না নয়ন শ্রুতি।

৫

কাঁদিয়া ভক্ত ডাকিল
ভক্তিসিক্ত অশ্রু ফেলিল
কি উপায়ে তাঁরে পাবে দেখিবারে
আকাঙ্ক্ষাতে মন পূরিল।

৬

ভক্ত আবাহন করুণ রোদন
বিভু আত্মা মাঝে পশিল
ভক্তে দেখা দিতে আকাঙ্ক্ষা পূরাতে
করুণায় মন দ্রবিল।

৭

হরিতে ভক্তের ক্লেশ
হইল বিভু আদেশ
গঠি রূপ কর অভিষেক।

আমাকে পাইবে নিত্য   করিলাম এই সত্য
ভক্তি বলে ছাড়িয়া বিবেক
যে ভাবে চাহিবে   সেই ভাবে পাবে
অরূপীর রূপ দেখিবে।

৮

অরূপীর রূপ হইল গঠন
নির্ম্মিত হইল মন্দির ভবন
অসীম সসীমে হইল স্থাপন
ভক্ত নিজ ইষ্ট দেখিল।

৯

অচল ভক্তিকে সচল মন
কিরূপে নিয়ত করে তাড়ন
পুরীধামে তার নিত্য নিদর্শন
যেথা উর্ম্মিরাশির আঘাতে বেলা।

১০

পুর বহু আছে এধরার মাঝে
পরিপূর্ণ তাহা মানব সমাজে
পুরী কিন্তু এক, যেথায় বিরাজে
ভক্তে দেখা দিতে পুরুষ প্রধান।

পুরী, ১৯৩৫

না বুঝি সংসার খেলা।

১

সেই ত ব্রহ্মাণ্ড রবি শশী তারা
অভ্রভেদী মেরু, জল বায়ু ধরা
তরুলতাগুল্ম নদীস্রোত ধারা
আলো অন্ধকার ছায়া।

কৃমি কীট পশু খেচর ভূচর
করী হরি ব্যাঘ্র মৃগ শাখাচর
স্থলজলবাসী দেব দৈত্য নর
নানা জাতি, নানা কায়া

৩

সেই রবি শশী নিতি আসে যায়
হেসে হেসে এসে ভুবন ভুলায়
বলে হাসিপ্রভা জগত জুড়ায়
প্রফুল্ল উৎসাহ ভরা।

৪

ক্রিয়া শেষে যবে ফিরে চলে যায়
ফুল্ল হাসিমুখ বিষাদে লুকায়
বিদায় বিমর্ষে জগত জুড়ায়
দুঃখ অন্ধকার ভরা।

৫

তরু লতা গুল্মও আসিবার কালে
সুচিকণ বপু ধরে সে সকলে
জীবনের রস শেষেতে শুকালে
জীর্ণ শীর্ণ হয়ে চলে যায়।

৬

জীব জন্তু সবাই হাসি হেসে আসে
মধুর আহ্লাদে জীবনে প্রবেশে
বিমর্ষ বিশীর্ণ চলে অবশেষে
হাসিবার ভার নবীনে দেয়

৭

যত জীব জন্তু এ ধরায় আসে
কেহ না প্রবেশে ক্রন্দনের ভাষে
কেবলই মানুষ এ ধরা প্রবেশে
ক্রন্দনের রব করে।

৮

ক্রন্দনে জনম, ক্রন্দনে পালন
ক্রন্দনেই শিশু সাধে প্রয়োজন
বাল যুবা প্রৌঢ় বার্দ্ধক্য যখন
ক্রন্দন ছাড়ে না তারে।

৯

জীবন ব্যাপারে ব্যাপৃত যখন
তখন ত সেই অজস্র ক্রন্দন—
হাসিব জীবন বল কয় জন
এ ধরা মাঝারে ধরে।

১০

ঈর্ষা দ্বেষ দ্রোহ লোভ অভিমান
দম্ভ অহঙ্কার তাচ্ছিল্যের ভান
ব্যাধি নির্ম্মমতা, অন্য নির্য্যাতন
নিত্য এ অনিত্য তরে।

১১

এ সবার নরে কিবা প্রয়োজন
কেন পূর্ণ এতে মানুষের মন
কেন বা মানুষ এদের সাধন
কেন করে এত নিত্য ?

১২

জীব জগতের কেন এ বিধান
এক কেন অন্যের ভক্ষ্য উপাদান
জীবিকার তরে জীবন হনন
ফলে এ বিষম সত্য ?

১৩

ধর্ম্ম সম্প্রদায় যত হেথা আছে
সকলেই বলে তোমারে জেনেছে
সত্ত্বা উপদেশও তোমার পেয়েছে
তোমারই আজ্ঞা প্রচারে।

১৪

যথার্থই যদি জানিয়াছে সবে
এ বিষম ধর্ম্ম দ্বেষ কেন তবে
তোমারে লইয়া অত্যাচার ভবে
কেন বা নিত্য করে ?

১৫

কেন এ বিষম কাণ্ড
কেন শূদ্র মুনি হাবাইল তুণ্ড
ধার্ম্মিকের দেহে কেন অগ্নিকাণ্ড
ধর্ম্ম প্রচার বা অসি
এ সব কি খেলা বা হাসি ?

১৬

তথাপিও কেন এ ওরে কাঁদায়
একের আনন্দে অন্যে ক্লেশ পায়
অপরের দুঃখে সুখে মগ্ন হয়
কেন এ সংসার খেলা ?

১৭

প্রভু জগদীশ ! অজানা তোমায়
কত দুঃখ নর সর্ব্বদা জানায়
প্রসন্ন রাখিতে কত স্তুতি গায়
দ্বিপ্রহর সন্ধ্যা বেলা ।

১৮

কেন কান্দে লোক, কেন বা কাঁদায়
অপরে কান্দায়ে কেন সুখ পায়
অপরের সুখে কেন ঈর্ষা হয় ;
এ বিষম রীতি কেন ?

১৯

স্বার্থপর নর, স্বার্থপর ধরা
মানুষের মন নিজ স্বার্থ ভরা
সুখ অন্বেষণে দুঃখের পশার
নিয়ত করে বহন ।

২০

নর চিত্ত মাঝে প্রতিষ্ঠিত আছে
সুখ দুঃখ কর্ম্মশালা
সুখ দুঃখ দুই-ই হয় নিয়তই
যাহার যখন পালা ।

২১

যেথা সিংহাসন সুখেব আসন
দুঃখেরও আবাস সেথা
সুখ উদ্‌যাপন দুঃখ হুতাশন
সিংহাসন ও চিতা সেথা।

২২

কর্ম্মশালা এক
চালক বিবেক
উপাদান ভেদে চলা
প্রভু ! এই কি সংসাব খেলা ?

কলিকাতা ঠনঠনের কালীবাড়ীর কালীমূর্ত্তির কাপড়পরা দর্শনে।

(কবির সুর)

ওগো শ্যামা, মা তুমি সভ্য হয়েছ
ল্যাংটা ছিলে এখন দেখি
কাপড় পরেছ।
ঠনঠনেতে যখন এলে
তখন তুমি কালো ছিলে
আদ্যাশক্তি বলে তোমায় পূজতো সকলে।
সেই রূপেরই ধ্যান ধারণা
মনেতে সেইরূপ ভাবনা
যে রূপেতে দস্যু নাশি
শান্তি দিয়েছিলে।
মাগো, তোমার যে রূপকে লোক কালী বলে,
সে ত নয় রূপ আসলে
বিশ্ব শক্তি একই রূপ কি
ধরে সব কালে।

মহিষাসুরের বলদর্পে দেবতারা ক্লিষ্ট যবে
দুর্গারূপে শাস্তি দিলে তবে
আবার জীবের প্রাণ রক্ষা কর্ত্তে
ভুক্ষিতেরে অন্ন দিতে
অন্নপূর্ণা রূপ ধরেছিলে।
নগ্নটাতো উঠে গেছে
ল্যাংটা থাকা নাই
ল্যাংটা থাকা বদ্‌খদ্ দেখায়
কাপড পরা চাই।
ইংরেজের আইনেতেও
ল্যাংটা থাকা মানা
ল্যাংটা দেখলে ধরে নে যায়
করে জরিমানা।
তাই বুঝি মা, কাপড দিয়ে
দিয়েছ গা ঢাকা
সকল দিকই রক্ষা হ'ল
বিবেচনা পাকা।
কিম্বা প্রকৃতির সেই আত্মাশক্তি
নগ্নতা যার ভাব
নগ্ন থাকা যখন ছিল
মানুষের স্বভাব।

বদলে গেছে সে সব এখন
সভ্যতা প্রভাবে
সহরেও নাইকো সে ভাব
আদি শক্তির এবে
সে কারণে কিম্বা ছেলে
বড হয়েছে বলে
কাপড় একখানা পরে নিয়েছে
লজ্জা হচ্ছে বলে।

নূতন একরকম

সূচনা

সম্পাদক-পাঠক সংবাদ ।

হ্যারিসন রোডের ট্রামে
উঠলো দুজন লোক ।
কাছাকাছি বয়েস দুইয়ের
দেখতেও যুবক ॥
কথায় কথায় প্রকাশ হলো
দুজনের একজন
মাসিক পত্রের সম্পাদক
পাঠক অন্যজন ॥
কথার ছলে সম্পাদককে
পাঠক মহাশয়
বলে, তোমার কাগজখানায়
বৃথা আমার ব্যয় ॥
লেখা পড়া যাহা কিছু
সবই এক ঘেয়ে ।
তবে নিদ্রাটাকে ডেকে দেয়
ছুঁলে বিছানায় শুয়ে ॥
রাজনীতি আর ধর্ম্মনীতি
এই দুটো নীতি নিয়ে

বাদবাক্য লেখা পড়ায়
দেশটা গেছে ছেয়ে ॥
রাজনীতির কথাগুলো
একঘেয়েও হলে—
আজ কালের ফ্যাসনের মত
হালে সেটা চলে ॥
ধর্ম্মনীতির নূতন একটাও
হয় না কিন্তু গড়া।
ধরেন সামনে সাবেকের সেই
মরা পচা সড়া ॥
সম্পাদক বলেন ওগো
পাঠক মহাশয়।
এক ঘেয়ে যে কারে বলে
বুঝে ওঠা দায় ॥
পাঠক বলেন ও মহাশয়
ঘা থেকে এক ঘেয়ে।
এক স্থর গেয়ে যে পয়সাটা আন
সেইটা এক ঘেয়ে ॥
এই বলে পাঠক মশাই
সম্পাদকের ঘাড়ে।
মুষ্টি দৃঢ় করে ঘা
দিলেন সজোরে ॥

পয়সা নেওয়াব প্রতিঘাত
এই রকম হলে।
একঘেয়েটা বদলে যায়
সুরও যায় বদলে॥
লেখক বলেন শিক্ষা পেলুম
আপনার প্রসাদে।
ধর্ম্মনীতিব নূতন খাতা
লিখব মনেব সাধে॥
পরের সংখ্যা পত্রিকাটায়
বেরুল নীচের লেখা।
ধন্য ধন্য করে লোক
নূতন ধর্ম্ম শেখা॥

নবধর্ম্ম বিজ্ঞান

দুনিয়াটার মালিক যিনি
যাঁর তাঁবে বাস করে,
নানান ভাবে লোক গুলোকে
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মারে ॥
কারোকে দেন অনেক মজা
কারোকে তখলিফ্ ।
খাবার না দিয়ে কারোয়
বানিযে দেন চোর থিফ্ ॥
কারোকে মোটর চড়িয়ে
বাতাস খাওয়ান ।
(আর) কারোকে নীচে ফেলে
প্রাণটা কেড়ে ন্যান্ ॥
সেই মহাজন যাঁর
কারচুপি এ সব ।
লুকিয়ে লুকিয়ে করেন কাজ
পাকড়ান দুর্লভ ॥
ধরা পড়লে কৈফিয়ত চাইবে
মুস্কিলও তা দেওয়া !
এক্সপ্ল্যানেশন মুস্কিল, তাই
স্থির লুকিয়ে রওয়া ॥

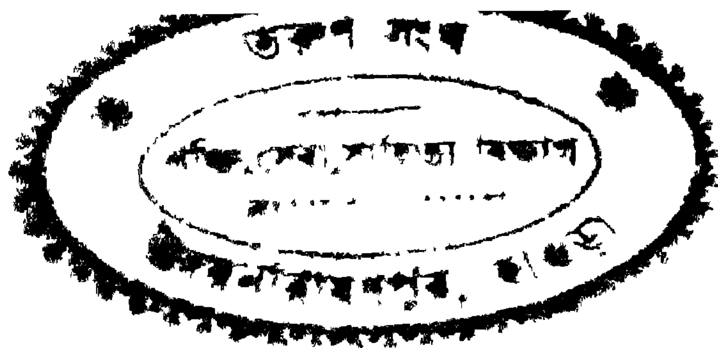
কতকগুলো খোসামুদে
দোষ না দেখে তাঁর,
কেবল বলে মানুষ গুলো
পাপী দুরাচার ॥
মানুষ যে সব দুঃখ তখলিফ্
ভোগে দুনিয়ায়,
সবই নিজের কর্ম্মদোষে
বলে মানুষ পায় ॥
খোদা যিনি গড্ যিনি
ব্রহ্ম ভগবান।
দয়া অনুকম্পাপূর্ণ
রহীম রহমান ॥
আরও বলে তাঁর কাছে
সবই সমান।
বড় ছোট ধনী দীন
নাহি ভেদ জ্ঞান ॥
বুঝলুম দয়াল হলেও তিনি
কর্ম্মফল দেন।
ভাল কাজের বুদ্ধিটা দিয়ে
দয়া না দেখান ॥
এই যে এত ভজন পূজন
স্তব ও বন্দনা,

প্রেয়ার নেমাজ আদি
কত আরাধনা ॥
সকলই ত ভরা শুধু
তোষামোদেব কথা,
ভুল বুঝিয়ে নেওয়া সেটা
একি ভাল প্রথা ॥
খোষামোদ করবারও
ফাঁদ ফন্দি অশেষ।
কারোর ফাঁদ লোভ লালসা,
কারোর দুঃখ ক্লেশ ॥
ভগবানের কাছেও যদি
খোসামোদ চলে।
নিন্দা কেন করে লোকের
খোসামুদে বলে ॥
তাই হে দুনিয়ার মালিক
বার কর পরোয়ানা,
এখন থেকে খোসামোদের
স্তব স্তুতি মানা ॥
স্বার্থসিদ্ধি মামলা জেতার
পূজো সিন্নি মানা।
এ সকল যায় না শোনা
একেবারে মানা ॥

ক্ষমা কববেন আর একটা
বিশেষ নিবেদন।
গণ্ডগোল ছুনিয়ায় অনেক
তোমারই কারণ ॥
নানান রকম রূপ বানিয়ে
ছুনিয়ার মাঝে এসে,
পূজো নেবার আশায় থাকেন
মন্দিরেতে বসে ॥
কারোর বা মনে ভাব লাগিয়ে
রূপটা তোমার নাই
রূপটা না থাকলেও কিন্তু
খোসামোদটা চাই ॥
তাদেরও ত ছাড়ান দেন না
নাছোড়বান্দা হয়ে।
ভজনটা করিয়ে নেও
(একটা) আলয় বানিয়ে নিয়ে
গণ্ডগোলের এই পর্য্যন্ত
রাখতেন যদি সীমা
ছুনিয়াটাতে শান্তি থাকতো
থাকতোও মহিমা
খুন খারাপি রক্তারক্তি
এই যে তোমায় নিয়ে,

দেখতে কি এ সব কাণ্ড
পাওনা চক্ষু দিয়ে ?
কি বলব আর বলতে চাই না
তুমি ভগবান।
তোমাব কাছে সকলেবই
হওয়া চাই সমান ॥
তাই হে হরি পাঠিয়ে দাও একটা
আর্জ্জেণ্ট পবোয়ানা
তোমায় নিয়ে ঝগড়া বিবাদ
করা একদম মানা
না যদি কেউ মানে তোমাব
এই হুকুম নামা।
কারণ কৈফিয়ত শোনা যাবে না
নাইকো মাফ ক্ষমা ॥
এখন বলুন নূতন রকম
এনেছি কি কথা ?
উঠিয়ে দিয়ে এখন থেকে
আগের চলন প্রথা ॥
জয় পুরুষোত্তম, জয় ভগবান !
পুরীধামের হাওয়ার গুণে হয়েছে দিব্যজ্ঞান ॥

পুরী, সেপ্টেম্বর, ১৯২৫।



ঠনঠনে----কালীতলা

প্রথম-স্তুতি

আদ্যা শক্তি, মা গো, প্রকৃতিরূপিনি
শঙ্করহৃদয় বাসিনি।
দুর্ব্বৃত্ত দানবে নাশি শান্তি দাত্রী
শ্যামা মা শান্তিদায়িনী।

সর্ব্বক্লেশহরা, অনুকম্পা ভরা
মাগো, মা, দুঃখহারিনি।
বলং দেহি পরিত্রাহি
দুঃখদনুজ নাশিনি।

শোক ক্লেশে কেন, সদা জর্জ্জরিত
তব অধিকারে এত,
বিরাগী ভোলার সংসর্গ ফলে কি
মাতৃস্নেহে বিস্মরিত ?
ওগো ভোলানাথ ঘরনি।

দ্বিতীয়—চোরাবাগান—শান্তি

চোরের বাগান দুষ্কৃতের স্থান
ছিল আগে এইস্থানে।
আবির্ভাবি শ্যামা, শান্তি দিয়েছেন
দুর্ব্বৃত্ততা প্রশমনে॥

চোরের বাগান, তস্কর উদ্যান
এই নামে খ্যাত স্থান।
দুষ্টবৃত্তি চোর, অত্যাচারী ঘোর
করে হেথা অবস্থান॥

লুণ্ঠন পীড়ন, হনন, হরণ
দুর্ব্বৃত্ততা—সখা-সাথী।
করে অভিনয় বিবিধ বিধানে
নাহি ধরে শঙ্কা ভীতি॥

আক্লিষ্ট পথিক, অধিবাসী সব
প্রপীড়িত অত্যাচারে।
দনুজ-দমনী শ্যামা মা'কে ডাকে
আকুল উদ্বেগ ভরে॥

আতুর ক্রন্দন আর্ত্ত আবেদন
পৌঁছিল দেবীসদন।
দুর্ব্বৃত্ত দমিতে ক্লেশ নিবারিতে
হইল দেবীর মন॥
আসিলেন দেবী অলক্ষিত ভাবে
সহ বহু নিজগণ।
কেহ না দেখিল, কেহ না জানিল
সেই শুভ আগমন॥
দস্যুদের মাঝে পশি দেবীগণ
নানারূপ শাস্তি দেয়।
চুরির উদ্দেশে যখনি বেরোয়
দেবীগণ দেখা পায়॥
কারও ভাঙ্গে মাথা কারও ভাঙ্গে ঘাড়
কারওবা ভাঙ্গে কোমর।
হাত পাও ভাঙ্গে গদার প্রহারে
সর্ব্ব অঙ্গে ব্যথা ঘোর॥
কেহ দেখে মুখ বিকট ব্যাদান
বিকট দশন ভরা।
দন্ত কড়মড়ি সম্মুখেতে আসে
গ্রাস করিবার ত্বরা॥

নাহি দেখে কিছু কোথা হতে পড়ে
সর্ব্বদেহে ঢিপ ঢাপ।
বিষম যন্ত্রণা বিষম আঘাত
চীৎকার বাপ বাপ॥
দৈবের ঘটন ভাবিয়া তখন
চোরেরা করে বিচার।
পালাও সকলে ছেড়ে এই স্থান
নিস্তার নাহিক আর॥

ঠনঠনে নামের উৎপত্তি

আতুরে রক্ষিত দমিতে দুর্ব্বৃত্ত
আসিতেন দেবী হেথা।
নর মানবের চক্ষু অগোচর
গোপন ছিল সে কথা॥
শিবের বাহন করে আরোহণ
দেবী আগমন হেথা হ'ত।
নন্দী বৃষভের গলঘণ্টা রব
আকাশেতে শোনা যেত॥

ঘণ্টা নাই দেখে ঘণ্টায় রব শোনে
শুধু শোনে ঠন ঠন।
ঠন ঠন ঠন মধুর স্বনন
হরিল লোকের মন॥

নাহি দেখে কিছু বুঝিতে না পারে
কোথা হতে রব আসে।
অবাক হইয়া দেখে আকাশ পানে
কিছু না দেখে আকাশে॥

ঠন ঠন ঠন ফের ঠন ঠন
ঠন ঠন অবিরাম।
কোনও দেবকীর্ত্তি ভাবি মনে শেষে
যায় কালীঘাট ধাম॥

একাগ্র মনেতে ধন্না দিয়া সেথা
মন্দিরেতে পড়ে রয়।
দেবী আগমন ঠনঠনের কারণ
স্বপ্নযোগে শেষে পায়॥

যে যে স্থানে ঠন ঠন নাদ শোনা যেত।
ঠনঠনে নামে তাহা হ'ল অভিহিত॥

সে অবধি এ স্থানের নাম ঠনঠনে।
দেবপূজ্য স্থান ইহা পবিত্র ভুবনে॥
এ স্থানের অধিবাসী প্রিয় শ্যামা মার।
যদিও শিকার কর্ত্তে আসতেন মার॥

ঠনঠনে কালীতলায় কালীবাড়ী

সন্ন্যাসী ভকত দেবী পদাশ্রিত
ধ্যানেতে জানিল কথা।
বিশ্বমাতা শ্যামার প্রিয় এই স্থান
আসেনও সর্ব্বদা হেথা॥

আসি একদিন স্থাপিযা আসন
হল ধ্যানে যোগাশ্রিত।
আবেদনে তার বিশ্বশক্তি মার
মূর্ত্তি হল প্রকটিত॥

শঙ্কর নামধৃত ঘোষবংশ সম্ভূত
শ্যামামূর্ত্তি আরাধনা যার।
সন্ন্যাসী সদনে আসে দরশনে
ইষ্ট নিজ দেবতার॥

ঈশ দরশনে আনন্দে বিভোর
হইল শঙ্কর ঘোষ।
দেউল গড়িয়া সে মূর্ত্তি স্থাপিয়া
লভে ভক্তি পরিতোষ॥
ভক্তিতে বিভোর ঘোষজ শঙ্কর
হৃদয়ের দিকে চায়।
সেখানেও সেই কালীমূর্ত্তি এই
বিরাজে দেখিতে পায়॥

দেউল উপর ঘোষজ শঙ্কর
নিখিল উল্লাসে মজে।

"শঙ্করের হৃদয় মাঝে শ্রীশ্রী৺কালী বিরাজে"।
মিথ্যা নয় এই বাক্য শঙ্করেরই সাজে॥
ঘোষ শঙ্করেরও হৃদে কালী বিরাজে॥

ধন্য টনঠনেবাসী ধন্য তোমরা সবে।
জগন্মাতার প্রিয় হও তোমরাই ভবে॥

দুনিয়াদারী

রাম ন করে লছমন করে
করে হনুমান
নীবলকো বলী সতাওয়ে
ইহাহ ভগবান
বড়ে হোকর বড়পন দেখাওয়ে
নীচে দৃষ্টি ন যায়
কারিন্দাকা করনি চলে
কো কহে যায় বেজায়
বিপুলকায় হাথী দাঁতী
মাহুত ক্ষুদ্রকায়
পিঠ পর আপনে চড়াকে
অঙ্কুশ তাড়না খায়
বলমে আপনা বড়া মহান
তোড়ে গাছ ডার
ফিনমান কা হুকুম বজাওয়ে
খেয়াল শক্তি অপার
এহি হয় কেয়া হো ভগবান
এহি তেরা বিধান
হিকমতসে দাস বনাওয়ে
অন্ধা গজ সমান

এহি হ্যয় কেয়া বিধান তেরা
ইয়াহ্ ভগবান
এক দূসবেকো দাস বনকর
কাহে সহে তাড়ন ॥
আগ সবিখে মাম উপর
আগ সরিখে বাহ
পাল্কী ঢোকর চলে কাহারন
ভিতর শুতল সাহ্ ॥
পাল্কী ভিতর গদ্দী তাকিয়া
শুতে সওয়ার শেঠ
কাঁধা পর ঢোয়ে কাহারন
ভরনে আপনা পেট ॥
মিছরি, মাখন, লাড্ডু, জিলেবি
শেঠ খাকর চলে
শুখা চানা চিবানেকো ভি
কাহারনকো ন মিলে।
ও ভগবান :—
অপার অবুঝ লীলা তেরা
করযোড় কহে দাস যোগীন্দর
দুনিয়াত দাসমে ভরা
একো নাহি তুহার।

মায়াকা খেল

মন ও মায়া মিলকর,
খেলে বহুতরি খেল।
মন রাখে মায়াকি সাথ
সদা সাপট মেল॥
মায়া চলাওয়ে মনকো
মায়া সবসে বলবান।
মায়াকে যো বশমে লাওয়ে
সেই হয় প্রধান॥
মোহ মায়াকা সহায় প্রধান
মনকো বশমে লাওয়ে।
কম আসলকো আসল দেখাকর
জগৎ সংসার ভুলাওয়ে॥
ধনী, মানী, পণ্ডিত, জ্ঞানী,
বহে ধরমকি ভার।
মোহসে অন্ধা দেখ ন সকে,
ভুলে আসল বিচার।'
মায়াকি ধান্ধা দেখকর
রোকর কহে দাস যোগীন্দর।
কাঁহা যায় কাহা মিলে,
ঢোঁড়ত জগত সমুন্দর॥

লড়াই

হায় কোন হিকমত করে,
হিন্দু মুসলমান ভাই লড়তে লড়তে মরে ॥
একহি জগহমে বসে দুনো,
সহোরৎ দিন রাত।
তওভি কাহে লড়াই ঝগড়া,
সমঝমে ন আওয়ে বাত ॥

খেয়াল কিয়া এইসা
বাধ দে এককো দুসরে সাথ।
মারপিট ন হোনে পাওয়ে
ন চলাওয়ে এক উপর দুসরেকে হাত ॥

কাচ্ছাসে কাচ্ছা বাধকর,
কয়দে দোকো এক।
পিঠ পর পিঠ মিলা রহে,
না হোয় আঁকসে দেখ ॥

পিছে পিছে গিরা লাগাকে,
করদে দোকো এক।
এক দুসরেকো ছোড় ন সকে,
নহি হোয় বাতকা টেক ॥
আপশোষ আপশোষ বড়ি আপশোষ,
বাধনে যাকে দেখা।

একুকো ত মিলা কাচ্ছা
দুসরা হাসকর তাকা ॥
ইসমেভি ন দুই কামি যাবি
আপশোষ মে দিল ভরা।
টীক ও দাড়ী দোনো ন মিলা
ন লগামকে গিরা।
থকে থকে, কহে ফকিরা,
শুন ভাইয়া সব
ঝগড়া ন হোকর ভ্যালা নহি হুয়,
করণী হারকো নহি লাব।
ঝগড়া, লড়াই করনে কবল,
দীনমে পোঁচো বাত।
ঝগড়া কেয়া নফা কিসকো,
আওর করো কিসকে সাথ ॥
চিল্লা, চিল্লাকর ফের কহে ফকিরা
শুন ভাই হিন্দু মুসলেম।
সবসে বড়া হোগা দয়াল
রাখনা দীল রহীম ॥
ইযেভি বাত শুনো মেরা,
চে হিন্দু চে মুসলেম।
জান লেনা মনা মজহবি
মনা খোদা রহী ॥

ভারতের পুরীধাম

ভারতভূমি সাতটা পুরী
বলেন কবি সাহেব
তার মধ্যে একটা কাশী
থাকেন শিবদেব।
কাঞ্চী অবন্তিকা নামে
আর যে দুইটা পুরী
বড়বাজার রাজধানী তাই
নাম হয়েছিল ভারী।
অযোধ্যা মথুরা আর দ্বারাবতী
শ্রীরামকৃষ্ণের গৌরবেতে হলো প্রভাবতী।
মায়াপুরী নামটা ধরে
বাকী থাকলো যেটা
খোঁজ খবরতো যায় না পাওয়া
নামটা কেন মোটা।
অযোধ্যা মথুরা দ্বারাবতী আর
শ্রীরাম শ্রীকৃষ্ণরূপে হয়ে অবতার।

বিষ্ণুদেব বাড়িয়ে দিলেন এ তিনেব মান
লোকের কাছে হয়ে দাঁড়ালো এক একটা বড় তীর্থস্থান।
ক্ষত্রকুলে জন্ম নিযে শ্রীরাম শ্রীকেষ্ট
মাংসটা তাদের মুখে লাগতো বেশ মিষ্ট।
কিন্তু আজব কথা একালে সেবক তাঁদের যারা
মাছ মাংস দুটোকেই অখাদ্য বলেন তাঁরা।
বনবাস কালে শ্রীরাম শ্রীসীতা ও লক্ষ্মণ
বন্য কুক্কুটের মাংস করিতেন ভক্ষণ।
এই বলে রামেশ্বরের পাণ্ডা সেবকগণ
দেবতুষ্টি হেতু ভোগ করেন অর্পণ।
অবতারের হল পুরী হ'ল তীর্থস্থান
আসলের নাইকো পুরী নাইকো সে সম্মান।
এইটে ভেবে বিষ্ণুদেব করলেন মন স্থির
নিজের নামে করবেন পুবী থাকবেও মন্দির
সাগরের নীল জলের ধারে নীল পর্ব্বত উপরে
স্থাপন হলো নূতন পুবী নীলমাধব বাস তরে।
নীল রং ধরেন বিষ্ণু জগন্নাথ প্রভু
নীলে নীল মিশিয়ে তাই এলেন হেথা বিভু
মাছ মাংস খাবাব মানা উঠিয়ে দিলেন হেথা
অবাধভাবে ওসব জিনিষ খাবার হলো প্রথা।
পাণ্ডাগুলো বদলালো কিন্তু প্রভুর বিল অফ্‌ কেয়ার
ভোগেব ডিশে না আছে মীট না আছে ক্যাভেয়ার।

মহাপ্রভুর প্রসাদ শুধু নিরামিষের ঠেলা
দেখতে পাওয়া যায় না একটাও চিংড়িমাছের খোলা।
Chop cutlet curry খাবার খুলেছে দোকান
কারও নাম হোটেল আর কারও বা রেষ্টোরাঁ।
ধন্য পুরুষোত্তম ধন্য তোমার নাম
Liberal views এর জন্য এই তোমার ধাম।
অযোধ্যা ও বৃন্দাবন কিংবা হরিদ্বার
মাছ মাংসের নাম করলে দেয় বিষম মার।
জগন্নাথের নিজের ধাম জগন্নাথ পুরী
খাবার বিষয় পাণ্ডাদের নাইকো জাবি জুরী।
চপ্ কট্‌লেট কোর্ম্মা কাবাব পেটটা ভরে খেয়ে
মুখটা মুছে মন্দিরেতে দর্শন কর গিয়ে।
মহাপ্রভুর Kitchen টার ধাঁচধরণ বদলান
ভোগের জন্য diner table cloth দিয়ে সাজান।
up to date খাবার দিয়ে ঠাকুরের ভোগ দেওয়া
আজকালের চাল চলনে দরকার এসব হওয়া।
এসব হলে আজকালের পুরীর ভিজিটর
আরও ধন্য ধন্য করবে সহাস অন্তর।
তাই হে প্রভু পাণ্ডাদের পাঠিয়ে দাও পরোয়ানা
যেন আসছে পূজার সীজন্ কালে সব হয় ঠিকানা।